NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বহুবিবাহে কোটিপতি 'লুটেরি দুলহান' গ্রেপ্তার

মানকুণ্ডু মাতিয়ে দিল প্রোটিয়াদের দল ৭

কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ৮ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.12.2024, Vol.18, Issue No. 193, 8 Pages, Price 3.00

যোগীরাজ্যে এনকাউন্টারে হত তিন খলিস্তানি জঙ্গির

এলাহাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশে পুলিশের গুলিতে নিহত তিন খলিস্তানি জঙ্গি।নিহত তিন খলিস্তানি জঙ্গির মাথা পাকিস্তান এবং গ্রিসে রয়েছেন। ব্রিটেন থেকেও তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল বলে এনকাউন্টারের পর দাবি পঞ্জাব পুলিশের। পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব জানিয়েছেন, খলিস্তানি জঙ্গিদের সঙ্গে বিদেশ যোগের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাকিস্তান এবং গ্রিস থেকে নির্দেশ

পঞ্জাব পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিন অভিযুক্ত পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সংগঠন খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের সদস্য। বিগত কয়েকদিন ধরেই পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছিল তারা। পঞ্জাবের একাধিক থানা এবং পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার ঘটনায় তাঁদের যোগ ছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে। রবিবার মাঝরাতে পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়। তিন সন্ত্রাসবাদীকে নিজেদের জালে তুলতে যৌথ অভিযানে নামে উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব পুলিশ। আর সেই অভিযানেই এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পুলিশও গুলি ছোড়ে। জখম অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

উত্তরপ্রদেশে নিহত তিন জঙ্গির নাম গুরবিন্দর সিং, বীরেন্দ্র সিং ও যশনপ্রীত সিং। তাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। নিষিদ্ধ গোষ্ঠী খলিস্তান কম্যান্ডো ফোর্সের সদস্য তাঁরা। তিন জনই পঞ্জাবের গুরদাসপুরের বাসিন্দা। সম্প্রতি একটি পুলিশ পোস্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে দু'টি একে-৪৭ রাইফেল-সহ একাধিক পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্জাব পুলিশের ডিজি বলেন, 'পঞ্জাবে আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা সাফল্য পেয়েছি। উত্তরপ্রদেশ এবং পঞ্জাব পুলিশের যৌথ অভিযানে খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের তিন সদস্য এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন পিলিভিটে। তাঁদের কাছ থেকে দু'টি একে-৪৭ এবং দু'টি অন্য পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। ওই তিন জন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন।' ডিজি আরও বলেন, 'গুরদাসপুরের থানায় গ্রেনেড হামলার অভিযোগ রয়েছে তিনজনের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, এই হামলাগুলি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন রনজিৎ সিং নিটা। তিনি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের প্রধান এবং পাকিস্তানে থাকেন। রণজিৎ মূলত যশবিন্দর সিং মনুর মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করেন বলে জানা গিয়েছে, তিনি গ্রিসে থাকেন।'

ডিজি জানিয়েছেন, নিহত জঙ্গি বীরেন্দ্রের গ্রামের লোক ছিলেন যশবিন্দর। পঞ্জাবের পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার নেতৃত্ব দেন বীরেন্দ্রই। তাকে আবার জগজিৎ সিং নামের একজন নির্দেশ দিচ্ছিলেন ব্রিটেন থেকে। এমনকি, কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী, জগজিৎ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করেন বলেও শোনা গিয়েছে। আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার অন্যতম নিদর্শন এই এনকাউন্টার, মন্তব্য ডিজির। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহে পরপর আক্রমণ চালানো হয় পঞ্জাবের তিনটি থানায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ে খলিস্তানি সংগঠনগুলির দিকে। এই সময় সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্জাবের তিন থানায় আক্রমণের ঘটনার দায় স্বীকার করে খলিস্তানি জিন্দাবাদ ফোর্স। আর তারপরই তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশি অনুসন্ধানে প্রকাশ্যে আসে এই খলিস্তানি জঙ্গিদের নাম। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে তারা ডেরা করে আশ্রয় নিয়েছিল বলেই গোপন সূত্রে খবর পায় পঞ্জাব পুলিশ।

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারতকে চিঠি ঢাকার

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর: এবার সরাসরি শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর কথা ভারতকে চিঠি দিল বাংলাদেশ। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। সোমবার মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানান, ভারত সরকারের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে নোট ভার্বাল বা সরকারি ভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশে তাঁর বিচার হবে।

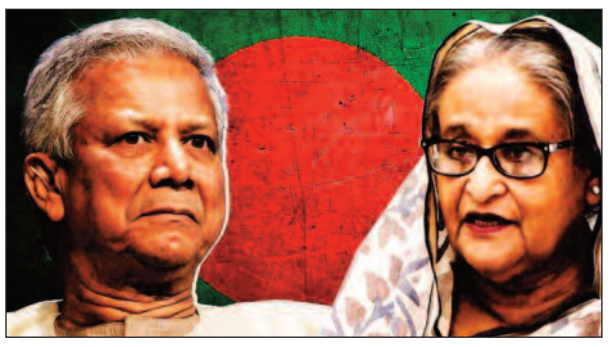

সোমবারই হাসিনাকে দ্রুত গ্রেপ্তারির জন্য বাংলাদেশ পুলিশকে ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে নির্দেশ দেয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত। বলা হয়, ইন্টারপোলের মাধ্যমে দ্রুত হাসিনার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করতে হবে। আর সেই মর্মে ইন্টারপোলকে আবেদন জানাক বাংলাদেশ পুলিশ। সরকারি আইনজীবী জানান, যুদ্ধাপরাধ আদালতের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে ইন্টারপোলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গত জুলাই মাসে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিরোধিতায় শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলন দমনে হাসিনা প্রশাসনের ভূমিকাকে ভালো চোখে দেখেনি আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত। আন্দোলন রুখে দিতে গণহত্যার নির্দেশ-সহ একাধিক মানবতা বিরোধী পদক্ষেপের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল হাসিনা প্রশাসনের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধে। এই তালিকায় ছিলেন খোদ শেখ হাসিনা, আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের-সহ ৪৬ জন।

কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং তার পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে গত ৫ অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের সরকারের পতন হয়। বাংলাদেশ ছাড়েন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তিনি আশ্রয় নেন ভারতে। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সাইদুর রহমানের খুনের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে সে দেশের বিভিন্ন থানায় অন্তত ২৩৩টি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ১৯৮টি ক্ষেত্রে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। হাসিনা-সহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে আগেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল।

গত ১৭ নভেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। রবিবার প্রধান আইনজীবী তথা জামাত-ই-ইসলামির নেতা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আদালতে সওয়াল-জবাবের সময় জানান, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। তিনি আবেদন জানান, আদালত যেন হাসিনাকে গ্রেপ্তারের জন্য ইন্টারপোলের কাছে রেড কর্নার নোটিস জারির আর্জি গ্রহণ করে সেইমতো নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশে হাসিনার পতনের পর থেকে দিল্লি ও ঢাকার কূটনৈতিক সম্পর্ক জটিল হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রী। বাংলাদেশের বিদেশসচিবের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর। সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস এবং বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদের সঙ্গেও। ভারত এবং বাংলাদেশ দু'পক্ষই জানায়, কূটনৈতিক স্তরে একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাইছে।

সম্প্রতি আমেরিকা এবং ব্রিটেনে আওয়ামি লিগের সমর্থকদের উদ্দেশে ভার্চুয়ালি বার্তা দিয়েছেন হাসিনা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন নিজের ভাষণে। হাসিনার এই ধরনের কার্যকলাপেও ইউনস সরকার ভালো চোখে নেয়নি।

ধনেখালি ফাঁসি

■ হাতের শিরা, গলার নলি কেটে বাবা, মা এবং বোনকে নৃশংস ভাবে খুন করেছিলেন যুবক। বছর তিনেক আগে হুগলির ধনেখালির সেই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া সেই যুবক প্রমথেশ ঘোষালকে ফাঁসির সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত। সোমবার চুঁচুড়া আদালতের বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা এই রায় দিয়েছেন।

বাবা-দাদাকে খুন

■ বন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধের কম্বলে মোড়ানো রক্তাক্ত মৃতদেহ। ওই বৃদ্ধের ছেলে পলাতক। বাড়ির সেপ্টিক ট্যাঙ্ক থেকে মিলল পলাতকের পিসতুতো দাদার বিকৃত মৃতদেহ। বাবা-দাদাকে খুন করে পালিয়েছে গুণধর ছেলে? চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার ডাওয়াগুড়ি বৈশ্য পাড়া এলাকায়।

দেওয়াল ভেঙে

■ ইটভাটার দেওয়াল ধসে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু চার শিশুর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও একজন। রবিবার রাতে হরিয়ানার হিসার জেলার বুধানা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। তাদের পরিবার ইটভাটায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। আচমকা হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে দেওয়াল। তার নীচে চাপা পড়ে যায় সাতজন শিশু।

বিজেপি সাংসদ

■ সংসদ চত্বরে সাংসদদের মধ্যে ধস্তাধস্তির দৃশ্য দেখা গিয়েছিল গত বৃহস্পতিবার। আর সেই সময় ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন বিজেপির দুই সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী এবং মুকেশ রাজপুত। তার পর তাঁদের ভর্তি করানো হয় দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে। সোমবার দুই সাংসদই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন।

ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধরনায় সিঙ্গল বেঞ্চের

নির্দেশই বহাল ডিভিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য। ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধরনা নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। ধর্মতলায় ধরনা চলবে বলেই জানানো হয়েছে। তবে রাজ্যের আর্জিমাফিক ২৫ তারিখ ধরনা বিরত রাখা যায় কি না, তা চিকিৎসকদের কাছে জানতে চেয়েছে আদালত।

আরজি কর কাণ্ড কয়েকমাস ধরেই রাজ্যে তোলপাড় ফেলেছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পেতেই নতুন করে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। ২০ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরনার সিদ্ধান্ত নিলেও, প্রথমে অনুমতি না মিললেও, হাইকোর্টের নির্দেশ পেতেই ধরনায় বসেন চিকিৎসকরা। তবে এই অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য ডিভিশন বেঞ্চে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশের আর্জি জানায়। অন্তত আগামী ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর ডাক্তারদের কর্মসূচিতে বিরতির নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। রাজ্যের তরফে বদলে ২৭ ও ২৮ তারিখ অবস্থানের অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হয়। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'এটা বড়দিনের সময়। যারা বড়দিন উদযাপন করতে আসবেন তাদের কি কোনও অধিকার নেই?'

এদিন আদালতে রাজ্য আরও বলে, কর্মসূচি শুরুর মুখে পুলিশকে নোটিস দিয়েই হাইকোর্টে চলে আসছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁরা প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাচ্ছেন না। সিঙ্গল বেঞ্চ অনুমতি দিলে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করার সময়ও মিলছে না। রাজ্যের প্রশ্ন, সবসময় মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান না করে ঠিক তার পিছনেই ওয়াই চ্যানেল আছে, সেখানে কেন নয়? এই কর্মসূচির জন্য উৎসবের মরশুমে মানুষকে যানজটের শিকার হতে হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়। রাজ্যের যুক্তি, শুধু মামলাকারীদের মৌলিক অধিকার বিচার করলে তোহবে না, রাজ্যকে বাকিদের মৌলিক অধিকারের কথাও ভেবে দেখতে হবে।

চলচ্চিত্র জগতে নক্ষত্র পতন, প্রয়াত শ্যাম বেনেগাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০। ২৩ ডিসেম্বর সন্ধে ৬টা বেজে ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পরিচালক। বহু দিন ধরেই বা বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। এ ছাড়া কিডনি সংক্রান্ত সমস্যাও ছিল তাঁর। পরিচালকের

এরপর দুয়ের পাতায়

সিন্ধু-যৌটক

উদয়পুরে জমকালো অনুষ্ঠানে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু।

পঞ্চম এবং অষ্টমে ফের পাশ-ফেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে ফের পাশ-ফেল ফেরাতে চলেছে কেন্দ্র। শিক্ষামন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির কোনও পড়ুয়া পরীক্ষায় সফল না হলে তাকে ফের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলাফল বেরনোর পর দু'মাসের মধ্যে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে অকৃতকার্য পড়ুয়া। দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও কোনও পড়ুয়া অসফল হলে তাকে পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করা হবে না বলে শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

তবে কোনও পড়ুয়াকেই স্কুল থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া পড়ুয়াদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সহায়তা করবেন শ্রেণি শিক্ষকরা। প্রয়োজনে গলদ খুঁজে বার করা হবে। ২০১৯ সালে কেন্দ্র শিক্ষার অধিকার আইনে বদল এনে জানিয়েছিল, দেশের সব প্রান্তে পড়ুয়াদের বুনিয়াদি শিক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে কাউকে ফেল করানো হবে না। পাঁচ বছর পর সেই শিক্ষার অধিকার আইন ফের বদল আনতে চলেছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের নয়া পাশ-ফেল নীতি কার্যকর হতে চলেছে কেন্দ্রীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের ৩০০০-এরও বেশি স্কুলে। এই তালিকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং সৈনিক স্কুলগুলিও। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলশিক্ষার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি। ইতিমধ্যেই দেশের ১৬টি রাজ্য এবং

এরপর দুয়ের পাতায়

ভায়া ত্রিপুরা কলকাতায় আসার পথে ধৃত ৩ বাংলাদেশি

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা হয়ে কলকাতায় আসার পথে ধৃত তিন বাংলাদেশি। রবিবার বিকেলে আগরতলা স্টেশন থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম ছোটন দাস, বিষ্ণুচন্দ্র দাস এব মুহাম্মদ মালিক। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালিতে। ধৃতদের আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ছিল প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগরতলা রেল পুলিশ, আরপিএফ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী এক যৌথ অভিযান চালিয়ে আগরতলা স্টেশনে তাঁদের পাকড়াও করে। ধৃতদের চালচলন দেখে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশ জানতে পারে তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ভারতে আসার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি তাঁরা। বেআইনি ভাবে তাঁরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন বলেই সন্দেহ পুলিশের। এ দেশে থাকার কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে না-পারার কারণে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, আগরতলা থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় আসার পরিকল্পনা থাকায় আগরতলা স্টেশনে এসেছিলেন ওই তিন বাংলাদেশি।

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় অসমেও ছয় বাংলাদেশি ধরা পড়েছেন। সোমবার সকালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, তাঁদের আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে অসমের কোন অঞ্চল থেকে ওই ছ'জন ধরা পড়েছেন, তা উল্লেখ করেননি হিমন্ত। মহারাষ্ট্রের ঠাণে থেকেও রবিবার এক মহিলা-সহ আট বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীরা বেআইনি ভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার এবং রবিবার ঠাণের একাধিক জায়গায় অভিযানে হানায় ধরা পড়েন আট বাংলাদেশি। ধৃতদের কারও বয়স ২২ বছর, কারও ৪২ বছর। তাঁদের কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দিনমজুর, আবার কেউ জলের পাইপ সারানোর কাজ করতেন। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে কেউই ভারতে থাকার জন্য কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি বলে দাবি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjit Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rakhal Mondal & Lt. R. C. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৩০৩ নং এফিডেভিট বলে Lakshmikanta Ghosh S/o. Bhupati Nath Ghosh ও Lakhi Kanta Ghosh S/o. B. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৬৬ নং এফিডেভিট বলে Md. Ghaffar Hussain S/o. Abdul Razzaque ও Md Gaffar Hussain S/o. A. Razzaque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Prahlad Nandan ও Prohlad Nandan S/o. Panchugopal Nandan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৩০৯ নং এফিডেভিট বলে Naseeb Lal Mandal S/o. Dukhi Mandal ও Nasib Lal Mondal S/o. D. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Israil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Osman & Sk. Osman Mia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২১ নং এফিডেভিট বলে Pintu Dholey S/o. Ranajit Dholey ও Pintu Dhole S/o. R. Dhole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanna Banik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narayan Chandra Banik & N. Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে ডিসেম্বর। মঙ্গল বার ৮ ই পৌষ। নবমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ.

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২৬ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Mondal S/o. Haradhan Mondal ও Shyamal Kr. Mondal S/o. H. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২৫ নং এফিডেভিট বলে Sk. Faruk Ali S/o. Sk. Abdul Samad ও Sk. Mahabbat Ali S/o. Sk. A. S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Sankar Chandra Das S/o. Hem Chandra Das ও Sankar Das S/o. L. H. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে Dipak Kumar Das S/o. Kishori Chandra Das ও Dipak Das S/o. K. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১২০ নং এফিডেভিট বলে Partha Kumar Sinha S/o. Panchanan Sinha ও Partha Singha S/o. P. Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Chattopadhyay S/o. Fatick Chandra Chattopadhyay ও Tapan Chattapadhyay S/o. P. Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sadananda Samadder ও Gadai Samadder S/o. Shyam Chandra Samadder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **LAVANYA JAIN** daughter of Dharamveer Daga, residing at Club Town Residency,Flat-5/3C, 57/3, M.M. Feeder Road, Kamarhati (M), Dist-24 Pgs (N), Kolkata-700056 in my AADHAAR Card and PAN Card my actual name is recorded as **LAVANYA JAIN**, but in some other documents where my name has been recorded as **CHINKY DAGA**. I do hereby solemnly confirm that **LAVANYA JAIN** and **CHINKY DAGA** are one and identical person vide affidavit no. 3859 before the Judicial Magistrate, Calcutta, dated 20-12-2024

LOST & FOUND

I, Prabal De residing at Plot No. AE 136, Sector 1, Salt Lake, Kolkata-700064 have lost the original land lease deed No. I 4937 year 1975 issued by GOWB in favour of my late father Satyabrata De pertaining to the above plot. I had reported the loss to the Bidhan Nagar P.S. vide a G.D. dated 16.05.2023. Anybody finding it may kindly contact - 9830211515 within 7 days of publication of this Advertisement Notice.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) অমর চ্যাটার্জ্জী, পিতা- জীবন কৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী, সাং ও পোঃ- ভগীরথপুর, থানা- ডোমকল, (২) রেখা মণ্ডল, স্বামী- অশোক কুমার মণ্ডল, সাং তালবাগানপাড়া, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, উভয়ের জেলা মুর্শিদাবাদ, গত ইংরেজী ২০২১ সালে সম্পাদিত | ৮০৩১/২০২১ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে চালতিয়া মৌজা (জে. এল. নং ৮১), আর. এস. ২২২ নং খতিয়ান এবং আর. এস. ও এবং এল. আর. ৬৬৭ নং ও ৬৭৪ নং দাগের ৮০ শতক সম্পত্তি যাহা প্রশান্ত কুমার চৌধুরী মহাশয় (১) তপন কুমার পাল, (২) অশোক কুমার মণ্ডল, মহাশয়দ্বয়কে আমমোক্তার IV ১৫১/২০১৮ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে, উক্ত আমমোক্তারদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করে। এক্ষনে তিনি উক্ত সম্পত্তি বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. তে রেকর্ড করাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

Biswanath Singha
Advocate
Berhampore, Murshidabad
En. No.-F/607/577 of 2020

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, Natna Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Natna, Nadia. **NIET No-4e/2024-2025, 5e/2024-2025,(15th FC FUND** Tied and Untied Fund), Last date of submission **02.01.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.

TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia, **MEMO No- 962/PAN/KGP-I/2024-25, Dated-18.12.2024.** For various schemes. Last date of application **25.12. 2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী,সমীপে

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে **নন্দিনী টুডু**, পিতা- ৺সাকিলা টুডু সাং- নিরঞ্জন পল্লী, পোঃ -ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা- হুগলী, এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯৪ /২০২৩ আনয়ন করেছেন **সাকিলা টুডু** এবং **ঝর্না টুডুর** মগরা পোস্ট অফিস স্থিত **এমআইএস এ্যাকাউন্ট নং** 4601159860 ও **সেভিংস এ্যাকাউন্ট নং** 4582154878 এর সাপেক্ষে। এই ব্যাপারে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে আপনি স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফত আদালতে হাজির হইবেন অন্যথায় মামলাটি একতরফা শুনানী হইবে।

দেবজিৎ চক্রবর্ত্তী (উকিলবাবু)
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী অরুন কুমার বিশ্বাস, পিতা মৃত টেনু বিশ্বাস, সাং ও পোঃ- চরসরাটী, থানা চাকদহ, নদীয়া বিগত ইংরেজি ১৪.০১.২০০৮ তারিখে কল্যাণী সাব-রেজিষ্ট্রারী অফিসের ৪ নং বহির (IV) ১৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী মন্টু কুমার বিশ্বাস, পিতা টেনু বিশ্বাস এর নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তারকৃত জমির তপশীল :- মৌজা সরাটী (৪৯), L.R খতিয়ান ৬২২, L.R দাগ নং ৮৩৯ এ ৪ শতক এবং ঐ মৌজায় ৩৭৮ খতিয়ানভুক্ত L.R দাগ ৮৪০ এ ০৫ শতক L.R দাগ ৮৪৪ দাগে ০৮ শতক এবং ৮৪৫ দাগে ১১ শতক। উপরিক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যাথায় পরবর্তীকালে অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না।

সুব্রত ভট্টাচার্য্য, পিতা সুবোধ ভট্টাচার্য্য,
সাং ৩ নং নবীন পল্লী দেশপ্রিয় নগর, বেলঘড়িয়া, (কলকাতা ৭০০০৫৬)

বিজ্ঞপ্তি

বিনোদনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং- ৫৪০ Dated-02/06/1967

গ্রাম ও পোঃ- বিনোদনগর, জেলা- নদীয়া

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় A.R.C.S. নদীয়া তথা নদীয়া জেলা সমবায় নির্বাচনের Returning Officer এর আদেশ ৯৫৩ তাং ২৬/০৭/২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী A.R.O. & C.D.O. উক্ত সমবায় সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা অদ্য ইংরেজি ২৪/১২/২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ভোটার তালিকা সমিতির অফিসের নোটিস বোর্ডে, পঞ্চায়েত অফিসে ও নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যঙ্ক তেহট্ট শাখায় ও A.R.C.S. অফিসের নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানো হলো। উক্ত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্যের উপরে সংযোজন, সংশোধন, বিয়োজন বিষয়ে কোন দাবী অথবা আপত্তি থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ০৭/০১/২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে আব্দুস কিবরিয়া সেখ, সমিতির ম্যানেজার বাবুর নিকট জমা দিতে হইবে। উক্ত বক্তব্যের উপরে আগামী ১৮/০১/২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা থেকে A.R.O. সাহেব শুনানী গ্রহণ করবেন। উক্ত শুনানীর সময় আবেদনকারীকে তার বক্তব্যের সম্পর্কে প্রমাণাদী দাখিল করতে হবে। শুনানীর শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। মনোনয়ন পর্ব থেকে নির্বাচন পর্ব অবধি সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিস বোর্ডে দেওয়া হবে। এব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি গৃহিত হবে না ।

A.R.O
বিনোদনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী জ্যোতির্ময় কোলে পিতা ৺নিরোদ বরন কোলে সাকিম বাঁশবেড়িয়া মহাকালীতলা বাই লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ বিগত ইং 08/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7478/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ** পিতা ৺অসীম কুমার ঘোষ সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল ইং- 04/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-12035/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নীলকান্ত দাস** পিতা নিরঞ্জন দাস, সাকিম বাঁশবেড়িয়া গড়বাড়ি কলোনী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, জে. এল. ৫৩, আর.এস ৮৬৬ নং তথা হাল এল. আর. ১৮৭৯/৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৫৪১ তথা হাল এল. আর ১৯২৬ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৪৪ একর তন্মধ্যে ০.০২৫ একর আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী নীলকান্ত দাস** পিতা নিরঞ্জন দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা মাধবী রায় স্বামী ৺প্রতাপ রায়, **২)শ্রী প্রহ্লাদ রায়** পিতা ৺প্রতাপ রায় উভয়ের সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, **৩)শ্রীমতী পূর্ণিমা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস ও পিতা ৺প্রতাপ রায় সাকিম নাপিতপাড়া বড়ালগলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **৪)শ্রীমতী প্রতিমা রায়** স্বামী অর্ণব পোদ্দার ও পিতা ৺প্রতাপ রায় সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং 29/11/2020 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0232/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ** পিতা ৺অসীম কুমার ঘোষ সাকিম বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 12/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5358/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চন্দা দেবী** স্বামী সুরজ কেওট সাকিম খামারপাড়া দেশপ্রিয় সরনী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৯০১ নং তথা হাল এল.আর. ৫৪৯৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২২৪৭ নং তথা হাল এল.আর. ৩৪১১ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১২ একর আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রীমতী চন্দা দেবী** স্বামী সুরজ কেওট উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মোক্কেল রুপা বর্মন, পিতা- মানিক বর্মন সাং-দেবগ্রাম স্টেশন পাড়া, পোঃ-দেবগ্রাম, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭ অক্ষয় বিশ্বাস, পিতা-বিরেন্দ্র বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-দেবগ্রাম, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭ মহাশয় গত ইং-২৩/০৩/২০২১ তারিখে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ১৩১০ নং ভলিউমে ৭৪৮-৭৬০ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৪৩ নং একখন্ড আমমোক্তার নামা দলিল শিব শঙ্কর হালদার মহাশয় কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিয়োগ করেন। এবং উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শিব শঙ্কর হালদার মহাশয় উক্ত অফিসে গত ইংরেজি ০২/১২/২০২২ তারিখে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর আফিসে ১৩৪৯৯ নং একখন্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় ১১৭২০ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস-৯২৬ ও এল.আর-১১৭৪ নং দাগে ২.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এবং আমার মোক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে চাইতেছেন।

অতএব উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে কালীগঞ্জ বি.এল এন্ড বি.এল.আর.ও অফিসে ০৭ (সাত) দিন এর মধ্যে যোগাযোগ করিবেন

Samsad Sk
Advocate
District Judge's Court,
Krishnagar, Nadia
23-12-2024

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, ইংরাজী ১৩ নভেম্বর ২০১৭ সালে পলাশীপাড়া সাবরেজিষ্ট্রী অফিস থেকে একটি দলিল রেজিষ্ট্রী হয় যাহার নং ৭৫৪৮/১৭। দলিলটির ক্রেতা **মৃন্ময় পাল**, পিতা-নৃপেন্দ্র পাল এবং বিক্রেতা **রতন লাল আগরওয়ালা**, পিতা-মৃত রাম কিশন আগরওয়ালা ওরফে কিশন লাল আগরওয়ালা, **জমিটির তপশীল পরিচয়** ৬৮নং ছিটকা মৌজার অন্তর্গত ৭০০/১ খতিয়ানে ৬৪নং দাগে ২৮ শতক সম্পত্তির মধ্যে ০৫ শতক মাত্র। এরপর ব্যক্তিগত কারনে এই সম্পত্তি গ্রহীতা **মৃন্ময় পাল** ২৬শে নভেম্বর ২০২০ সালে নদীয়া সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে ৮২০১/২০২০ এই নম্বরে সাং ও পোঃ নাজিরপুর, থানা- তেহট্ট, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা **জাহাঙ্গির বিশ্বাস**, পিতা- হাসেম আলি বিশ্বাস, এই ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি ক্ষমতা প্রদান করেন। এরপর পাওয়ার বলে পাওয়ার গ্রহীতা ২০শে মে 2022 সালে **সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস**, পিতা- জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস ব্যক্তিকে পলাশীপাড়া রেজিষ্ট্রী অফিস থেকে ৫২৭৫/২২ নং একখানি দলিল রেজিষ্ট্রি করেছেন। তারপর **সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস** ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২৩ সালে **(১) মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল**, পিতা- গোসাই মন্ডল **(২) কল্যানী মন্ডল**, স্বামী- মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল- এই দুই গ্রহীতাকে পলাশীপাড়া রেজিষ্ট্রী অফিস থেকে **১১২৭৮/২৩** নং একখানি দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। বর্তমানে জমিটি **রতনলাল আগরওয়ালার** নামে রেকর্ড রহিয়াছে। এক্ষণে এই জমিটির রেকর্ডটি **রতন লাল আগরওয়ালার** থেকে কেটে গিয়ে **(১) মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল ও (২) কল্যানী মন্ডল** এই দুই গ্রহীতার নামে হবে।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট),
জাজেস কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা - হুগলী চুঁচুড়াস্থিত ২য় সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত ।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং-৪৯২/২০২১

সুব্রত মন্ডল
(বনাম)
মেসার্স বরুন বেভারেজ দীং

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদী **সুব্রত মণ্ডল** পিতা- ৺সুকুমার মন্ডল, প্রোপাইটার অফ **মেসার্স রুচিকা রেস্টুরেন্ট**, ভট্টাচার্য্যপাড়া, পোঃ-গুপ্তিপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫১২, স্বত্ব সাব্যস্ত মতে অ্যাকাউন্টিং এবং চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মেসার্স বরুন বেভারেজ লিমিটেড - এর পক্ষে ডেপুটি ম্যানেজার- **শ্রী সোমেন মান্না**, অফিস- জে.এল. ৪৭, বারহানস, ফরতাবাদ, চরকতলা, সোনারপুর পোঃ ও থানা সোনারপুর, কোলকাতা- ৭০০০৮৪, রেজিস্টার্ড অফিস - এফ- ২/৭, ওখলা, ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নিউ দিল্লী- ১১০০২০ -এর বিরুদ্ধে অত্র আদালতে মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারো ও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র মোকর্দ্দমার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় বাদীর অনুকূলে একতরফা শুনানী হইবে।-

বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয়
স্বাগতা চক্রবর্ত্তী (অ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা - হুগলী চুঁচুড়াস্থিত ২য় সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত ।
০৫/১২/২০২৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা-হুগলী, মোকাম চুঁচুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

২০২৪ সালের ৮নং – ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:- দিগন্ত রঞ্জন দে, পিতা- ৺ডা: নীহার রঞ্জন দে, সাং- ১০১, গোয়ালটুলি, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে–১০১, গোয়ালটুলি, থানা-চুঁচুড়া, পো: ও জেলা- হুগলী, নিবাসী **ডাঃ নীহার রঞ্জন দে**, এবং **সাধনা দে**, কৃত এবং সম্পাদিত উইলের বর্নিত -জেলা-হুগলী, চিনসুরা ব্রাঞ্চ, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে **মিসেস সাধনা দে** এবং **মিঃ নীহার রঞ্জন দে** এর সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং ১৪২১০০০ ১০০০ ৩১৮৯২, ইহাতে গচ্ছিত – **২৭,৩৩৯.৫৭** টাকা এবং ঐ এ্যাকাউন্টে চাবি নং - ৫৫, লকার নং বি. বি. ০০৬৩৫, ইহাতে গচ্ছিত কিছু গহনা ইহা ছাড়া জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-কুলিহান্ডা, জে.এল. নং-০৮, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩০০, এল. আর খতিয়ান নং- ৯৪১/১, আর.এস. দাগ নং- ১৫১৫, এল.আর.দাগ নং- ৩০৭৭, শ্রেণী-বাস্তু, পরিমান .০৮৫ একর সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্তে দাখিল করেন। একারনে সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মৃত **ডাঃ নীহার রঞ্জন দে**, এবং **সাধনা দে**, কৃত উইল সম্বন্ধে বা প্রবেট প্রাপ্তির বিষয়ে যদি কোন বক্তব্য থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে আদালতে স্বয়ং কিংবা নিযুক্তীয় এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন । নচেৎ একতরফা শুনানীর মাধ্যমে কেসের নিঃস্পত্তি হইবে ।

দরখাস্তকারীর তরফে
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

NOTICE

This is to inform that, my client **PRADIP KUMAR SAMANTA,** S/o Late Santosh Kumar Samanta, residing At+P.O.: Matkatpur, P.S. : KGP (L), Dist - Paschim Medinipur, Pin-721305, executed General Power of Attorney vide Deed No 3712/2023 at Midnapur A.D.S.R on 24/11/2023 in favour of (1) **MOHAMMAD SHERU** S/o - Mahammad Anish and (2) **SK. PARVEJ** S/o- Sk. Goush, both are resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin -721305, in respect of 18 Dec. property, plot No. 249, (R.S. & L.R.), Sub-plot No. 12,13,14 & 15, Khatian No. 147 (R.S.), 622 (L.R.), J. L. No. 208, Mouza- Jharia, P.S.- Kharagpur, Dist - Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 3.75 Dec. area of the said property to **Tanweer Sultan** W/o Sk Shanawaj, resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin -721305, through the Deed No. I-8898/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 25/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate , Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে চালু হল ভেসেল, চাপ কমবে দুই সেতুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী রবীন্দ্র সেতু এবং দ্বিতীয় হুগলী সেতুর উপর ভারী যান চলাচলের চাপ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। নদীর মাধ্যমে বিকল্প পরিবহনের ভাবনা গ্রহণ করল রাজ্য পরিবহন দপ্তর। এবার থেকে রোরো ভেসেলের মাধ্যমে পণ্যবাহী ভারী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন দ্রুত গঙ্গা পার করানো হবে বলেই পরিষেবা চালু করল রাজ্য পরিবহন দপ্তর। সোমবার হাওড়ার শালিমার জেটি ঘাটে একটি নতুন রোরো ভেসেলের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি জানান, আপাতত এই ভেসেলটি গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ব্যবহার করা হবে। রায়চক থেকে কুমড়োহাটি পর্যন্ত এর মাধ্যমে যানবাহন পারাপার করানো হবে। সূত্রের খবর, এই রোরো ভেসেলে একসঙ্গে ৬টি ভারী ট্রাক ও ৫০জন যাত্রী পারাপার করতে পারবেন। পরবর্তীতে শালিমার থেকে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত গঙ্গার উপরে এই রোরো ভেসেল চালানো হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই দুটি জায়গায় জেটিঘাট তৈরির জন্য জায়গা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। রোরো ভেসেলটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা বলেই জানা গেছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'হাওড়া ও কলকাতা সংযোগকারী দুটি ব্রিজে যেভাবে নিত্যদিন যানবাহনের চাপ বাড়ছে, তাতে একাধিক রুটে জেটিঘাট ও ব্রিজ নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু সেটি সময় সাপেক্ষ বিষয় হওয়ায় আপাতত রোরো ভেসেলের মাধ্যমেই জল পরিবহনে গতি আনতে চাইছে দপ্তর। আগামীতে আরও একাধিক ভেসেল তৈরি করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে।'

চলচ্চিত্র জগতে নক্ষত্র পতন

প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর মেয়ে পিয়া বেনেগাল।

শারীরিক অসুস্থতায় জর্জরিত, তবুও কাজের মধ্যেই ছিলেন শ্যাম বেনেগাল। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালিসিস-এর জন্য হাসপাতালে যেতে হত তাঁকে। কিন্তু ছবির কাজ থামেনি তাতেও। ২০২৩-এ মুক্তি পায় তাঁর শেষ ছবি 'মুজিব দ্য মেকিং অফ এ নেশন'। ১৯৩৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে জন্ম শ্যাম বেনেগালের। কোঙ্কনি পরিবারে জন্ম তাঁর। মাত্র বারো বছর বয়সে বাবার দেওয়া ক্যামেরার মাধ্যমে প্রথম ছবি তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় চিত্রগ্রাহক। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। হায়দরাবাদ ফিল্ম সোসাইটি থেকেই ছবি নির্মাণের সফর শুরু হয়েছিল পরিচালকের।'মন্থন', 'জুনুন', 'আরোহন', 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্য ফরগটেন হিরো', 'ওয়েল ডান আব্বা', 'মাম্মো'র মতো ছবি নির্মাণ করেছিলেন শ্যাম বেনেগাল। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ১৯৭৬ সালে পদ্মশ্রী ও ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন শ্যাম বেনেগাল। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারও পান তিনি।শ্যাম বেনেগলের প্রয়াণে এক্স প্রোফাইলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি পরিচালক শ্যাম বেনেগলের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। সমান্তরাল ছবির স্তম্ভ ছিলেন তিনি। তাঁর সতীর্থ ও সিনেপ্রেমীদের কাছে প্রচুর ভালোবালা পেয়েছেন তিনি। পরিচালকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।'

পঞ্চম এবং অষ্টমে ফের পাশ-ফেল

প্রথম পাতার পর

দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেন্দ্রের নীতি অনুসরণ না করে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা চালু করেছিল। হরিয়ানা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। ২০২০ সালে পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই পাশ-ফেল ফেরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব অবশ্য এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি রাজ্যে।

ভুল সংশোধন

২৩.১২.২০২৪ তারিখে ২ নম্বর পাতায় 'জাতীয় লাইনারিতে শাস্ত্রীয় ভাষা সম্মেলন' নিয়ে যে ছবি ক্যাপশন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে অযাচিত ভুল সংবাদ পরিবেশনের জন্য 'একদিন পত্রিকা' সকল পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের পাশে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক একাধিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য। যাদের বই খাতা-সহ অন্যান্য পড়াশোনার সরঞ্জাম আগুনে নষ্ট হয়েছে সর্বশিক্ষা মিশনের মাধ্যমে তাদের সেসব বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উপযুক্ত প্রমাণ-সহ যোগাযোগ করলে মার্কশিট, সংশাপত্রের মতো নথিও তাদের পত্রপাঠ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

'পণ্ডিত এ কানন এবং বিদূষী মালবিকা কানন' স্মৃতি সঙ্গীত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুরমূর্চ্ছনা কলকাতা এবং সুরমূর্চ্ছনা ইউএসএ-এর উদ্যোগে 'পণ্ডিত এ কানন ও বিদূষী মালবিকা কানন স্মৃতি সঙ্গীত উৎসব -২০২৪' শীর্ষক দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা ব্যাপী অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি হয়ে গেল কলকাতার উত্তম মঞ্চে।

'কলকাতা সুরমূর্চ্ছনা' বিগত ২০০৭ সাল থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকাশের জন্য বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। এর সূচনা হয়েছিল কলকাতা তথা ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দু'জন দিকপাল মানুষের হাত ধরে, প্রয়াত পণ্ডিত এ কানন এবং সঙ্গীত বিদূষী মালবিকা কানন, তাঁদেরই ছত্রছায়ায় তাঁদের যোগ্য শিষ্য এবং উত্তরসূরি শ্রী সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থাটি গড়ে তোলেন। এবছরের অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী ছিলেন কুমারী সুমৌলিকা সরকার, যিনি পন্ডিত সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই অনুষ্ঠানে রাগ মধুমন্তী পরিবেশন করেন। পরবর্তীতে তিনি রাগ তিলং এ একটি ঠুমরি পরিবেশন করেন, এটি বিদুষী মালবিকা কানন জি'র রচনা। সুমৌলিকা সরকারকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং তবলায় ছিলেন বিভাস সাংঘাই। এরপর অন্যতম আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত অসীম চৌধুরীর সেতার পরিবেশনা। আনন্দময় এবং সুরেলা পরিবেশনে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন, তাকে তবলায় যোগ্য সঙ্গত দেন শুভজ্যোতি গুহ। পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল পণ্ডিত শান্তনু ভট্টাচার্যের কণ্ঠসঙ্গীত, তিনি রাগ পুরিয়া ধ্যানেশ্রী পরিবেশন করেন। শান্তনু ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিলেন তবলায় পণ্ডিত পরিমল চক্রবর্তী এবং হারমোনিয়ামে রূপশ্রী ভট্টাচার্য। এরপর পন্ডিত প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায় রাগ ইমন এর মধ্য দিয়ে তার সুরেলা সরোদ পরিবেশনা করে দর্শকদের মন জয় করে নেন। তার সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত তন্ময় বোস। এই জুটি বরাবরই খুব উপভোগ্য সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছেন। তিনি রাগ নন্দ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ছিল সম্মাননা জ্ঞাপন। এই সময়ের অন্যতম তবলা বাদক, বেনারস ঘরানার জীবন্ত কিংবদন্তি পণ্ডিত কুমার বোসকে 'পণ্ডিত এ. কানন এবং বিদুষী মালবিকা কানন পুরস্কার' -এ সম্মানিত করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, পণ্ডিত দেবাশীষ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত সমর সাহা এবং পণ্ডিত তন্ময় বোস প্রমুখরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ৮ পৌষ, মঙ্গলবার

মমতার সরকার টিকে আছে ১০ শতাংশ ভুয়ো ভোটের ওপর: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার টিকে আছে ১০ শতাংশ ভুয়ো ভোটের ওপর। এই ভুয়ো ভোট আটকাতে না পারলে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না।’ সোমবার হালিশহরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন তাঁর আরও বক্তব্য, ‘বাংলার সীমান্তবর্তী নয়টি জেলায় অধিকাংশ মুসলিম লোকের নাম কমপক্ষে তিন জায়গায় ভোটার তালিকায় রয়েছে। আবার বাংলাদেশেও ভোটার তালিকায় ওদের নাম আছে।’ অর্জুনের দাবি, ‘ওপার বাংলা থেকে এদেশে এসে মুসলিমরা ‘বাবা-মা’ ভাড়া নেয়। আর হিন্দু নাম ভাড়িয়ে তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তোলে। এমনকি

আধার কার্ডও বানিয়ে নেয়।’ তাঁর অভিযোগ, ‘এর পিছনে একটা বড় চক্র আছে। তৃণমূল স্পন্সরড সেই চক্র এসব কাজ করে।’ প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে মহম্মদ শাদ রাডি ওরফে শাব শেখ নামে এক জঙ্গি ধরা পড়েছে। সেই ধৃত জঙ্গির নাম কান্দি ও হরিহরপাড়া দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম আছে। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের নেতা অর্জুন সিং বলেন, ভোটার তালিকায় বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি গত ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখেছিলেন। উল্লেখ করেছিলাম, একজন ব্যক্তির নাম তিনটি ভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। জঙ্গি ধরা পড়ার পর সেটা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য নির্বাচন কমিশন যতদিন পদে থাকবেন। ততদিন বাংলায় ভুয়ো ভোটার থাকবে। তাঁর সংযোজন, ‘দল থেকে দশ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখবেন একজনেরও নাম বাদ দেওয়া হবে না। এখানে মৃত ভোটারেরাও ভোট দেয়।’ এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কোনও পরিকাঠামো নেই। নির্বাচন কমিশনকে নির্ভর করতে হয় রাজ্য সরকারের ওপর।’ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে এদিন অর্জুন আরও বলেন, ‘২০১৪ এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনে প্রতিটি বুথে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি মাইক্রো অবজারভার হিসেবে কাজ করেছেন। অথচ এখন মাইক্রো অবজার উঠে গেছে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে এস ও পি বদলে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঠিকমতো ভোটার কার্ডও চেক করেনি।’ অর্জুন সিংয়ের আরও অভিযোগ, ‘পুরসভার ঠিকা কর্মী কিংবা সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিজ এলাকায় ভোটের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।’ তাঁর দাবি, ‘বিভিন্ন দপ্তরের ঠিকা কর্মীদের বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বি এল ও বানানো হয়েছিল।’ এদিন উক্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গেরুয়া শিবিরের আরও দুই লড়াকু নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সুদীপ্ত দাস।

নিয়োগ দুর্নীতিতে জামিন পার্থর জামাই কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশে ফিরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছিল জামাইয়েরও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পঞ্চম চার্জশিটে নাম ছিল তাঁর। সেই সূত্রেই আমেরিকাবাসী জামাইকে আগেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

তবে এবার নির্দেশমতো সোমবার সকালে বিশেষ সিবিআই আদালতে সশরীরে হাজির হন কল্যাণময়। আদালত তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। বিচারক শুভেন্দু সাহা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘কল্যাণময়কে আগে এই মামলায় জেরা করা হয়েছিল কি না তা নিয়ে। উত্তরে কল্যাণময় জানান, ‘হ্যাঁ করা হয়। বিচারক জানিয়ে দেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, ফলে তাঁকে জামিন দেওয়া হল। তবে আদালতের শর্ত হল, আদালতের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ভারত ছাড়তে পারবেন না কল্যাণময়। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে খুলে যাচ্ছে কল্যাণময়ের অফিস, তাই আমেরিকা ফেরার আবেদন জানান তিনি। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেও হাজির থাকতে হতে পারে কল্যাণময়কে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তদন্ত করতে গিয়ে পিংলায় একটি অভিজাত মানের স্কুলের খোঁজ পেয়েছিলেন। ওই স্কুলটি ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী’র নামে। পরে জানা যায়, ওই অভিজাত মানের স্কুলটির চেয়ারম্যানের পদে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। এরপর তাঁকে একাধিকবার তলব করা হয়। ২০২২ সালে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে, সোমবার সকালে আদালতে যাওয়ার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও একবার দাবি করেন, দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

ফিরহাদের নিশানায় লেখিকা তসলিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নিশানায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সোমবার তসলিমাকে উদ্দেশ্য করে ফিরহাদ বলেই বসেন, ‘মানুষ বলেই গণ্য করেন না’। কেন বারবার তৃণমূলের মন্ত্রী বিধায়কদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তসলিমাকে তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। আসলে তলসিমার অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁর লেখা ‘লজ্জা’ নাটকটি এ রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ফুঁসে উঠতে দেখা গেছে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে। এবার তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছেন ফিরহাদ।

বস্তুত, বাংলাদেশ ইস্যুতে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। সে দেশে হিন্দুদের উপর নিগ্রহ চলছে। অভিযোগ উঠছে সে দেশে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি। মারধর করা হচ্ছে তাঁদের। এই সবের প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যেও। এই পরিস্থিতি এরাজ্যে কোনও রকম অস্থিরতা যাতে না তৈরি হয় তার জন্যই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন লেখিকা। যার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘ধুত! ও আবার মানুষ নাকি। ধরি না ওকে।’ এর আগে ভরতপুরের বিধায়কের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল তসলিমাকে। লেখিকা অভিযোগ করেছিলেন, মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যকলাপের। তার প্রেক্ষিতেই হুমায়ুনের থেকে লেখিকাকে শুনতে হয়েছে, ‘শিক্ষিত শয়তান’।

উল্লেখ্য, সোমবার তসলিমা পোস্ট করে লিখেছেন যে, গোবরডাঙা আর পাণ্ডুয়ায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। যার জন্য দু’মাস যাবত বিজ্ঞাপন দেওয়াও হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎই পুলিশ জানিয়েছে এই নাটক চলবে না। তাতে এ রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বেআইনি: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন নিয়ে ফের দ্বন্দ্ব! এর মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ফের সমাবর্তন নিয়ে চিঠি আচার্যর। রাজভবনের তরফ থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট না মেনে তাড়াহুড়ো করে সমাবর্তনের আয়োজন করছেন। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে অ্যাখা দেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি, উপাচার্যের ব্যাখ্যার পরেও এই সমাবর্তন আয়োজন নিয়ে রাজ্যপাল সন্তুষ্ট নন, এমনটাই চিঠিতে ছত্রে ছত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এটাও উল্লেখ করেছেন তাঁর চিঠিতে, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হবে কিছু দিনের মধ্যেই। তাঁর হাতেই সমাবর্তনের দায়িত্ব দেওয়া ভাল। আর এখানেই তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত তাড়াহুড়ো কেন করা হচ্ছে? তিনি চিঠিতেও আরও উল্লেখ করেন, নতুন উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পরই সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা উচিত ছিল।

এদিকে যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে একটি টুইট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ওই টুইটে লেখেন, ‘এটা স্পষ্ট যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকি কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি আদালত থেকেও। তাই সমাবর্তন বেআইনি। যেহেতু সমাবর্তন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের জন্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি, তাই এটি অবৈধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যয়কৃত ব্যয় অবৈধ। এ ধরনের পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র সমাজের জন্য মঙ্গলজনক নয়।’

বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ পরিষেবা কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিন মানেই জমজমাট পার্কস্ট্রিট, বো-বেরাক। রাত বাড়তেই ভিড় বাড়ে ধর্মতলা, ময়দান চত্বরেও। কিন্তু সকলের মাথায় একটাই চিন্তা থাকে বাড়ি ফেরার। তাঁদের সুবিধার্থে এবার পদক্ষেপ করল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। রাত পর্যন্ত মিলবে মেট্রো।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বুধবার অর্থাৎ বড়দিনে কবি সুভাষ থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়। তবে এই মেট্রো যাবে দমদম পর্যন্ত। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো কবি সুভাষ থেকে ছাড়বে রাত ১০টা ৪৯ মিনিটে। উলটোদিকে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫৩ মিনিটে। ফলে পার্কস্ট্রিট বা ধর্মতলা থেকে রাত সাড়ে ১১টার পর ওঠা যাবে মেট্রোগুলিতে। দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রো চলবে ৭ মিনিটের ব্যবধানে। দিনের বাকি সময় পুরনো সূচি মেনে ছুটবে মেট্রো। বুধবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে ছাড়বে প্রথম মেট্রো।

সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদা রুটে অন্যদিনের তুলনায় কম মেট্রো চলবে। সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিন ১০৬টি মেট্রো চলে।

বড়দিনে চলবে ৯০টি মেট্রো। তবে দিনের প্রথম ও শেষের মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে এই সল্টলেক চত্বরে কেউ বড়দিন উদযাপন করতে গেলে বাড়ি ফেরার পথে মেট্রোর সুবিধা মিলবে না।

সিরিয়াল অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: মডেল সিরিয়াল অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে ফারহাদ খান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যাঙ্কশাল কোর্টের মুহুরি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিনেত্রী বছর খানেক আগে আইনি সমস্যায় পড়েছিলেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ফারহাদ খানের। ফারহাদ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মুহুরির কাজ করেন। নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ক্রমশ সম্পর্ক গাঢ় হয় তাঁদের মধ্যে। দু’জনের মধ্যে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কও হয়। অভিনেত্রীর গাড়িও ব্যবহার করতেন ফারহাদ। বিভিন্ন সময় নিজের আর্থিক সমস্যা দেখিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা নেন তিনি। পরে অভিনেত্রীকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন ফারহাদ। এই ঘটনায় অভিনেত্রী নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাজ্য বিধানসভার বাৎসরিক পুষ্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বাৎসরিক পুষ্প প্রদর্শনী সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। দুপুরে এক অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি বলেন, ‘ঐতিহ্যবাহী এই প্রদর্শনী রাজ্যের সবথেকে বড় পুষ্প প্রদর্শনী। সাত দশক আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এর সূচনা হয়।’ যুগস্লাভিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এর উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

সমরেশের বাড়িতে মিলল বহু ভুয়ো ভোটার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাল পাসপোর্টের তদন্তে কলকাতা পুলিশ! শুধু পাসপোর্ট নয়, এবার মিলল ভুয়ো আধার-ভোটার কার্ডও। পাসপোর্ট চক্রের পাণ্ডা সমরেশ বিশ্বাসের বাড়িতে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ডের পাহাড়। এমনকি, নকল কার্ড তৈরির ফরম্যাটও মিলেছে সেখানে।

জাল পাসপোর্ট চক্রের সন্ধানে নেমে দেশজুড়ে অভিযান চলছে। চক্রের মাস্টার মাইন্ড সমরেশকেও লাগাতার জেরা করছে কলকাতা পুলিশ। উঠে আসছে একের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখান থেকে প্রচুর নথিপত্রের হদিশ মিলেছে। সোমবার ধৃতের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ভুয়ো আধার, ভোটার কার্ড উদ্ধার করে তারা। উদ্ধার হয়েছে ভুয়ো কার্ড তৈরির ফরম্যাটও। মিলেছে একাধিক নাম ও ঠিকানার তালিকা। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, সেই সমস্ত নাম ও ঠিকানা দিয়ে ভুয়ো কার্ড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিবাদী বাগে বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বিবাদী বাগ এলাকার একটি বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত এক বৃদ্ধ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আত্মহত্যার জন্য মরণঝাঁপ তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না। ঘটনার তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা।

সূত্রে খবর, সোমবার বেলা ২টো নাগাদ বিবাদী বাগ অঞ্চলের মার্শাল হাউজ থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শধ পান স্থানীয়রা। দৌড়ে যান তাঁরা। তখনই নজরে আসে, বহুতলের নিচে এক বৃদ্ধ পড়ে রয়েছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর। পা, কোমর বেঁকে গিয়েছে। দেহ থেকে কিছুটা দূরে পড়ে রয়েছে তাঁর বেল্ট। খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ব্যক্তির নাম কুমার সাউ। তিনি মার্শাল হাউজ-এর ছাদ থেকে পড়েন পাশের সেন্ট্রাল ব্যাংক বিল্ডিং-এর চত্বরে। তবে কী ভাবে ওই বৃদ্ধ পড়ে গেলেন, এটি দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই আবাসনের কর্মী না হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ কীভাবে ছাদে উঠল, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

টাঙাতে হবে সক্রিয় সদস্য তালিকা, নির্দেশ বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফল। এরপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা সদ্য সমাপ্ত উপভোটে ভরাডুবি। এমনকি জেতা আসনও হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। তবে ছাব্বিশের ভোটে আর কোনও ভুল করতে চায় না এ রাজ্যের বঙ্গ বিজেপি। তাই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মতো সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পথে ময়দানে রাজ্য নেতৃত্বের নেতারা। এরই মধ্যে এল নয়া বার্তা।

আগামী ৫ জানুয়ারি বঙ্গ বিজেপির মণ্ডল এবং জেলাগুলিতে তালিকা টাঙাতে হবে সক্রিয় সদস্যদের তালিকা। অর্থাৎ, এই সংশ্লিষ্ট তালিকায় জানাতে হবে কে কে সক্রিয় সদস্য হয়েছেন। আর এই সক্রিয় সদস্য হলে তবেই মিলবে পদাধিকারী হওয়ার সুযোগ। তালিকার বাইরে কেউ পদে আসতে পারবেন না। আর যদি সেই তালিকার বাইরে কেউ পদে আসেন তাহলে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। এমনই হুঁশিয়ারি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। বিজেপি সূত্রে খবর, সক্রিয় সদস্য বলতে বোঝানো হচ্ছে, একজন সক্রিয় সদস্য ১০০ জন প্রাথমিক বা প্রাইমারি সদস্য করবেন। তবেই তিনি সক্রিয় সদস্য হতে পারবেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রেই সেই সংখ্যা কম। ফলে বিজেপির নিচু স্তরে কমিটি গঠন নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। কারণ, দলের শর্তের বা নিয়ম না মানলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। আবার নিয়ম মেনে চলতে গেলে বহু মণ্ডলে কমিটি গঠন কঠিন হয়ে পড়েছে। এক একটি মণ্ডলে অন্তত ১১ জনের কমিটি করতে হবে। এদিকে হাতে মাত্র কয়েকদিন সদস্য সংগ্রহের। ফলে এতো কম সময়ে এই সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে কি না এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

বৃদ্ধ দম্পতিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মারমুখী ছেলের হাত থেকে বৃদ্ধ দম্পতিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন স্বয়ং কাউন্সিলর। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সরকার বাগান এলাকায়। ঘটনায় আক্রান্ত স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর জ্যোতি চক্রবর্তী। তাঁর মাথায় দুটো সেলাই পড়েছে।

অভিযোগ, নেশার টাকা চেয়ে নিত্যদিন বয়সের ভারে কাবু শঙ্কর সরকার ও বন্দনা সরকারের ওপর তান্ডব চালায় ছেলে শুভঙ্কর সরকার। রবিবার রাতে সেই অত্যাচার চরমে পৌঁছয়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ দম্পতিকে মারের হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটে যান স্থানীয় কাউন্সিলর জ্যোতি চক্রবর্তী। অভিযোগ, বেপরোয়া বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে শুভঙ্কর মার্বেলের বিট দিয়ে কাউন্সিলরের মাথায় সজোরে আঘাত করে। যদিও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত শুভঙ্কর। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে।

আক্রান্ত কাউন্সিলর জ্যোতি চক্রবর্তীর দাবি, ‘মাঝে মধ্যেই বয়স্ক বাবা-মায়ের ওপর অত্যাচার চালায় শুভঙ্কর। বৃদ্ধাকে মার্বেলের বিট দিয়ে মারছিল ছেলে। ঠেকাতে গেলে বেসামাল যুবক সেই মার্বেলের বিট দিয়ে আমার মাথায় সজোরে আঘাত করে।’ বন্দনা সরকার জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ছেলে অত্যাচার চালাচ্ছে। রবিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় ওঁর স্ত্রীকে মারধর করছিল। বউমাকে ঠেকাতে গেলে তাঁকেও মারধর শুরু করে। কাউন্সিলর এসে বাঁচাতে গেলে তিনিও আক্রান্ত হন। তাণ্ডবে অতিষ্ঠ বৃদ্ধ দম্পতি কোনওমতেই তাঁদের ছেলেকে বাড়িতে রাখতে নারাজ। প্রাণনাশের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিলের পরীক্ষার প্রশ্নের ছবি তোলায় ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিলের পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ এবং ছবি তুলে প্রশ্নপত্র অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে নারকেলডাঙা থানা সূত্রে খবর।

সূত্রে খবর, রবিবার অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিলের পরীক্ষা ছিল। বেলা ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গাতে পরীক্ষার সিট পড়ে। খান্না হাইস্কুলও ছিল একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। সেখানে পরীক্ষা যায় অলোক অধিকারী, সুব্রত সরকার, মাসাউল হোসেন এবং জগন্নাথ মান্না নামে চারজন। ওই চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকে তারা। প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পরই তার ছবি তোলে। ওই ছবি বিভিন্ন নম্বরে ফরওয়ার্ড করে। এরপর পরীক্ষা দিতে শুরু করে। ঘটনাটি নজরে আসার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত টিচার-ইন-চার্জ রাহুল দেও শর্মা নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত।

এফআইআরে নাম থাকা অলোক, সুব্রত, মাসাউল এবং জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই চারজন কাকে কাকে প্রশ্নপত্রের ছবি ফরওয়ার্ড করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা-ও তদন্তসাপেক্ষ। অভিযুক্তদের দফায় দফায় জেরা করে আরও তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম ছিল হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্য ও অনধিকারের বিরুদ্ধে

রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত আম্বেডকরকে কেন্দ্র করে এখন জটিল রূপ নিচ্ছে, হয়তো আরও নেবে। সেই রাজনীতির জটিল রাস্তা বিচার করার আগে স্পষ্ট একটা ইতিহাসের তথ্য চাই; জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আম্বেডকরের রাস্তা চূড়ান্ত ভাবে আলাদা হয়ে গেল কখন এবং কেন। হিন্দু কোড বিল ছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং আম্বেডকর দুই জনেই ছিলেন হিন্দু কোড বিল আনার পক্ষে। সেই সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের অন্তঃস্থিত নানা রকম বৈষম্য এবং অনাচারের নিরসন হতে পারে বলে তাঁরা ভাবছিলেন। যেমন, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের সূত্রপাত, বহুবিবাহ রোধ, বিধবার পুনর্বিবাহে স্বীকৃতি, এক জাতের মধ্যে বিবাহের বাধ্যতা লোপ, এই সব কয়টি বিষয়ই সেই বিলে ছিল। আম্বেডকরের ভাষায়, হিন্দু সমাজের মূল সূত্রটা আছে শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির, জাতির সঙ্গে জাতির বিরোধ চালু রাখার মধ্যে, আর সেখানে যদি সংস্কার না আনা যায় তা হলে কোনও সাংবিধানিক অধিকারেরই কোনও অর্থ থাকে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কী প্রবল বিরোধিতার সামনে পড়েছিল এই বিল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই বিলের বিরুদ্ধে। শেষ অবধি তুমুল চাপের সামনে প্রধানমন্ত্রী পিছু হটতে বাধ্য হন। তার প্রত্যক্ষ ফলাফল, আম্বেডকরের পদত্যাগ। নেহরু কেন পিছিয়ে এলেন? ১৯৫১ সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি তখন শুরু হচ্ছে, হয়তো তাই সময় নিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ? নেহরু ও তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেডকরের সেই সময়ের বিচ্ছেদটি ঘটিয়েছিলেন সনাতন-পন্থী হিন্দুত্ববাদী নেতারাই। নেহরু তাঁদের চাপে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। আম্বেডকর তা মানতে পারেননি। এই ইতিহাস পিছনে লুকিয়ে বিজেপি নেতারা আজকের কংগ্রেসকে আম্বেডকর-বিরোধী বলে গাল দিলে তাতে কেবল অর্ধসত্য বলা হয় না, অন্যায়ের ভারা পূর্ণ হয় একশো শতাংশ। আম্বেডকরের আজীবন সংগ্রাম হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্য ও অনধিকারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে তিনি সে দিন ছিলেন প্রায় একাকী। ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ও বিরোধে পরিপূর্ণ এই উত্তরোত্তর হিন্দুত্ব-অভিমুখী ভারতে আজও তিনি ততটাই একাকী।

শব্দবাণ-১৪১

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ৩.কেতুগ্রহের নাম ৫. বধ, নিধন ৭.আচমকা ৮. রীতি, নিয়ম ১০. 'অন্যের নিমিত্ত কৃত' এই অর্থ প্রকাশক ধাতুবিভক্তিবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অবস্থা, দশা ২. সন্তান ৩. নিস্পৃহ, নিশ্চেষ্ট ৪. অতি সুন্দরভাবে ৬. কোমল ৯. ধন, প্রাচুর্য।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪০

পাশাপাশি: ১. ডিবেঞ্চার ৩.পতঙ্গ ৪. মানব ৬. সজোরে ৯. তরিকা ১০. লোকোত্তর।

উপর-নীচ: ১. ডিঙ্গর ২. রন্ধন ৩. পটবাস ৫. বকাঝকা ৭. জোরালো ৮. আতর।

জন্মদিন

আজকের দিন

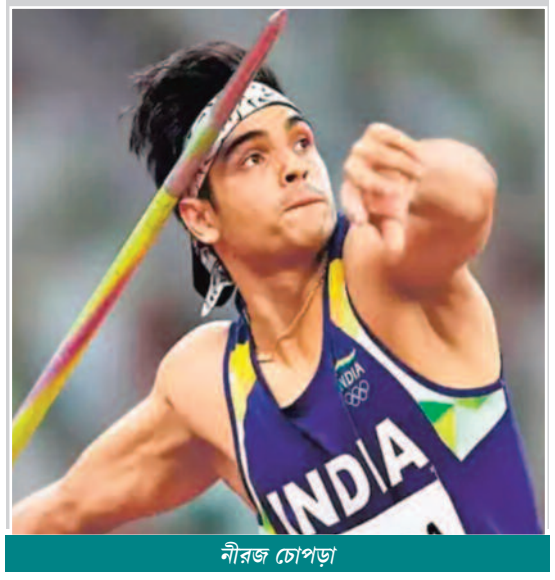

নীরজ চোপড়া

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফির জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার জন্মদিন।*

সান্তাক্লস

সিদ্ধার্থ সিংহ

আমি তখন খুব ছোট। ওয়ান কি টুয়ে পড়ি। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম, চব্বিশে ডিসেম্বর রাত্রিবেলায় ঘরের কোণে মোজা ঝুলিয়ে রাখলে নাকি সান্তাক্লস এসে সেটার মধ্যে নানা রকম উপহার রেখে দিয়ে যান।

পর দিন সকালে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে এক জায়গা থেকে খেলনা, এক জায়গা থেকে চকোলেট তো আর এক জায়গা থেকে রাংতা মোড়ানো টুপি বের করতে হয়।

আমি আমার নতুন মোজা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি, তার মধ্যে হুইসেল-বাঁশি, একগাদা বেলুন, সদ্য বেরোনো বেবলেট আর সুন্দর সুন্দর ক'টা কুট্টি কুট্টি পুতুল।

তাই আমার পঁচিশে ডিসেম্বর মানে শুধু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন নয়, ওই দিন থেকে দিনের বড় হওয়া শুরু নয় কিংবা চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘরে ঘুরতে যাওয়া নয়, হাত ভরে উপহার পাওয়ার একটা সুন্দর দিন।

তখন বাইশ, তেইশ, চব্বিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে যেত। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড নয়, তখনও অত ইঁদুর-দৌড় শুরু হয়নি, কোনও রকমে পাশ করাটাই ছিল বিশাল ব্যাপার।

যারা পাস করত, তারা ওই দিন চুটিয়ে আনন্দ করত। আর যারা পাস করতে পারত না, তারা সামান্য হলেও ওই সান্তাক্লসের উপহার পেয়েই নিজেদের সান্ত্বনা দিত।

তখন দশমীর দিন দুর্গা প্রতিমাকে জলে ফেললেই যেন সেই জল থেকে উঠে আসতেন শীতল দেবী। শুরু হয়ে যেত শীতকাল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা দেরাজ খুলে মা নামিয়ে দিতেন ফুলহাতা সোয়েটার, টুপি, মাফলার। এখন তো এ-শহরে জুবুথুবু হওয়া সে রকম শীতই আসে না।

তবুও পঁচিশে ডিসেম্বর আসে। শহরতলিতে বনভোজনের মরশুম শুরু হয়ে যায়। ভিড় হয় ব্যান্ডেল চার্চে। ক্যাথিড্রাল চার্চে। এশিয়ার মধ্যে সবার আগে তৈরি হওয়া এই দেশে পর্তুগিজদের একমাত্র চার্জ, পুরোহিত না মেলায় যেটা একটানা সাতাশ বছর বন্ধ ছিল, এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার কালীঘাট ট্রাম ডিপো-লাগোয়া সেই চার্চের গেটে পঁচিশ তারিখে তো বটেই, তার আগের এবং পরের দিনও যিশুখ্রিস্টকে শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন জাতির লোকদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়।

এই দিনটি যতই আনন্দ আর মজার হোক না কেন, কেন জানি না, কয়েক দশক পর পরই ওই দিনটি ভয়ানক এক-একটা বার্তা নিয়ে আসে।

মনে আছে, ইত্যাদি প্রকাশনী থেকে তখন নিয়মিত বেরোত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা — পরিবর্তন। ভীষণ জনপ্রিয় ছিল সেটি। স্টলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উবে যেত।

তারা একবার একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। যাঁরা কোনও দিন ভুল করেও কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা কেনেন না, তাঁরাও হুমড়ি খেয়ে গোগ্রাসে পড়েছিলেন সেই সংখ্যাটা।

কারণ, ওই পত্রিকা জুড়ে ছিল একটাই খবর — আগামী পঁচিশে ডিসেম্বর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কবে, কখন, কী ভাবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছিল সেটায়। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি।

ওটা সম্ভবত ১৯৭৫ সাল। মানে আজ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু ওটা যে আসলে বাস্তবে ঘটেনি, শুধু ওই বছর কেন, তার পরেরও কোনও বছর যে ঘটেনি, তা তো আমরা এখন সবাই জানি।

কিন্তু তার পরেও এ রকম নানান গুজব রটেছে। কখনও শোনা গেছে, এ বার একটি গ্রহ আছড়ে পড়তে চলেছে পৃথিবীর উপর। কখনও শোনা গেছে, ওই দিন ভূমণ্ডলের অতি উন্নত এক গ্রহ থেকে নেমে আসবে অতি বুদ্ধিমান এক দল প্রাণী। পৃথিবীটাকে তারা কব্জা করে নেবে। কখনও আবার শোনা গেছে, এ বার পৃথিবীতে ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসবে।

এ সব শুনেও আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। ছেলে ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি আমার বাবার মতোই ঘরের এখানে-সেখানে, বইয়ের ব্যাগে, আলমারির ভিতরে, সোফার পেছনে নানান উপহার লুকিয়ে রাখি। তার পর সক্কালবেলায় ছেলের সঙ্গে ওগুলো খুঁজতে থাকি। বুঝতে পারি, বাবা নয়, প্রত্যেকটি বাচ্চার বাবাই চব্বিশে ডিসেম্বরের রাত্রিবেলায় কোনও এক মন্ত্রবলে সান্তাক্লস হয়ে যান।

দ্য ভেজিটেরিয়ান, আমিষ-নিরামিষের চিরকালীন দ্বন্দ্ব

গৌতম সরকার

কথায় বলে, আপ রুচি খানা। হ্যাঁ, কেউ কী খাবার খাবে সেটা তার নিজস্ব পছন্দ। কিন্তু সেই খাবার নিয়েই যুগে যুগে দেশে দেশে বিতর্ক উঠে এসেছে, বিশেষ করে আমিষ বনাম নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে চোখে পড়ল, স্বামীজীকে নিশানা করে এক হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ধর্মগুরু বিবৃতি দিয়েছেন, 'যে সিদ্ধপুরুষ, সে কখনও মাছ খায়?' সম্প্রতি একটি সংস্থার রান্নার তেলের বিজ্ঞাপনের মাছভাজার ছবি দেখানো হলে সারা দেশ জুড়ে নিরামিষাশীরা তুমুল আপত্তি তোলে, যার ফলে সংস্থাটি ওই বিজ্ঞাপন তুলে নিয়ে বাধ্য হয়। আবার একটি খাবার বিখ্যাত সরবরাহকারী সংস্থা আমিষ-নিরামিষ খাবারের ডেলিভারির জন্য আলাদা আলাদা পোশাকবিধি প্রায় চালু করে ফেলেছিল। অর্থাৎ মোদ্দাকথা হল, বিভাজনটা এতটাই নির্লজ্জকর ভাবে স্পষ্ট যে, কর্পোরেট সংস্থাগুলোও এই ন্যারেটিভ বিভাজনকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই আক্রমণ যেমন উজানে আমিশাষী মানবকুলের ওপর নেমে এসেছে তেমনি ভাটির টানে উল্টোটা ঘটেনি সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অন্তত এবছরের সাহিত্যে নোবেল প্রাপক লেখক 'হান কাং'-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' সেরকমই এক গল্প শোনায়। তবে এখানে যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৭ শতাংশ শতাংশ মানুষ আমিষাশী, তাই গল্পটা উল্টো স্রোতে বইবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রায় তিরিশ বছর আগে 'দ্য ফ্রুট অফ মাই উওম্যান' নামক একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন হান কাং। ২০০৭ সালে এই গল্পটিরই পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রূপদান করেন 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' উপন্যাসে। ২০১৫ সালে এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বেরোনোর পর বিশ্বের সাহিত্যিক মহলে হান কাং-এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গভীর কাব্যময় গদ্যের স্টাইল সাহিত্য বোদ্ধা ও পাঠকমহলকে চমৎকৃত করে। ২০২৪ সালে হান কাং সাহিত্যে নোবেল পেলেন।

'দ্য ভেজিটেরিয়ান' হল এক কোরীয় রমণী ইয়ং হাইয়ের রূপান্তরণের গল্প। গল্পের শুরু ইয়াং হাইয়ের মাংস খেতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে আছে একটি স্বপ্ন। যে দুঃস্বপ্ন রাতের পর রাত তাকে তাড়া করে ফেরে। একটা অন্ধকার কসাইখানা, সারি সারি মাংসপিন্ড ঝোলানো রয়েছে, সেই কাঁচা মাংস থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে, আর সেই রক্ত ইয়ং হাইয়ের হাত, পা, মুখ, মুখগহ্বরে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। কাঁচা রক্তের তাজা গন্ধে ইয়ং হাইয়ের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সেই প্রায়ান্ধকার কসাইখানায় শুধু সে আর রাশি রাশি কাটা মাংস, আর কোনও জনপ্রাণী নেই। ভীষণ আতঙ্কে ইয়ং হাই কসাইখানা থেকে বেরোনোর রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে , কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

লেখিকা সমগ্র উপন্যাসকে তিনটি সুবিন্যস্ত পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

প্রথম পর্ব দ্য ভেজিটেরিয়ান

ইয়ং হাইয়ের রাতারাতি নিরামিষাশী হয়ে ওঠায় সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েন তার স্বামী। লেখিকা স্বামীকে একজন স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, হৃদয়হীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের কথা চিন্তা করে গেছেন। স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে সমাজে তাঁর সম্মান কতটা ক্ষুণ্ণ হবে, বাড়িতে মাংস রান্না বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কি খেয়ে বেঁচে থাকবেন ইত্যাদি ভাবনাগুলো তাঁকে পাগল করে তুললো। এর সাথে আরেকটি ব্যাপার ঘটল, ওই ঘটনার পর ইয়ং হাই ব্রা পরা ছেড়ে দিল, এটি তার স্বামীর কাছে নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সামাজিক এবং পারিবারিক জমায়েতে স্বামীর একমাত্র চিন্তা জামার ওপর দিয়ে তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত দেখা যাচ্ছে কিনা। অন্যদিকে ইয়ং হাইয়ের বাবা মা মেয়ের নিরামিষাশী হয়ে ওঠার সিদ্ধান্তে যারপরনাই বিরক্ত হলেন। এক পারিবারিক জমায়েতে ইয়ং হাই মাংস খেতে অস্বীকার করায় তার মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই জগতে হয় তুমি মাংস খাবে নয়তো এই জগৎ তোমাকে খেয়ে ফেলবে। মেয়ের জেদ সহ্য করতে না পেরে একবগ্গা কর্তৃত্ববাদী বাবা জোরপূর্বক মেয়ের মুখে একটুকরো মাংস ঢুকিয়ে দেয়। এই জবরদস্তিতে ইয়ং হাই পাগলের মত আচরণ শুরু করে, একটা ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করে। ইয়ং হাইয়ের গল্প মাংস খাওয়া বর্জন থেকে শুরু হলেও উপন্যাস যত এগোবে আস্তে আস্তে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ত্যাগের পথে এগোতে থাকবে।

দ্বিতীয় পর্ব মঙ্গোলিয়ান মার্ক

দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই ইয়ং হাইয়ের আমিষ গ্রহণে অনীহা থেকে বেঁচে থাকার অনীহায় রূপান্তরণ। তাঁর জামাইবাবু তার মধ্যে সাধ্বীর প্রশান্ত রূপ আবিষ্কার করেন যেটা ইয়ং হাই বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মার্গে আরও বেশি এগিয়ে যায়। কেউ কেউ এই পর্বে ইয়ং হাইয়ের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রশান্তি খুঁজে পান। বৌদ্ধধর্মে কষ্ট বা যন্ত্রণার মূল কারণ হিসেবে পার্থিব কামনা বাসনাকে চিহ্নিত করা এই কাহিনীতে যেহেতু ইয়ং হাই নিজেকে পার্থিব কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তাই একজন পাঠক এই কাহিনীকে তার বোধিসত্ত্বে উন্নীত হওয়ার গল্প হিসেবে দেখতে পারেন। তবে এখানেও ইয়ং হাইয়ের নিস্তার ঘটেনা, তার মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজে জামাইবাবু তার সাথে যৌনখেলায় মেতে ওঠে।

জামাইবাবু ইয়ং হাইয়ের বিবর্তিত মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর নগ্ন শরীরে ছবি আঁকতে এবং সমগ্র বিষয়টি ভিডিও রেকর্ডিং করতে রাজি করান।

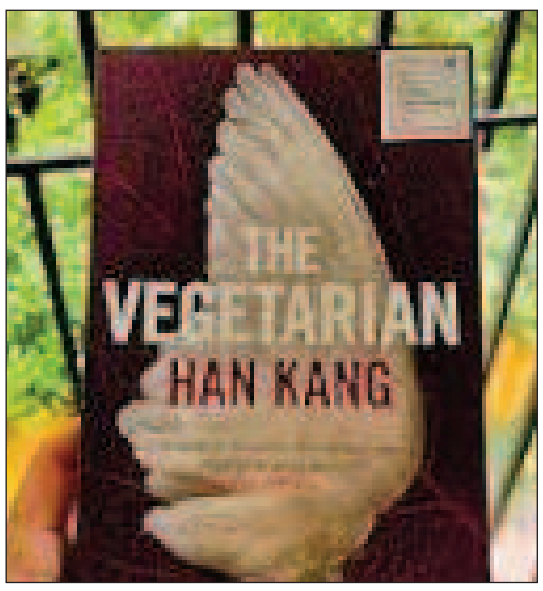

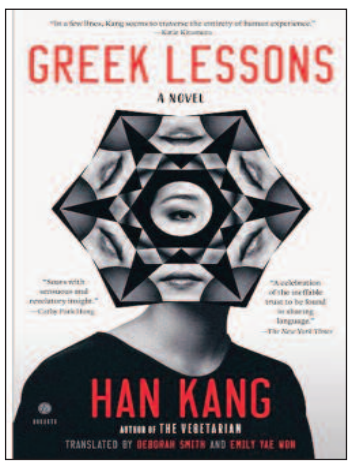

সারা শরীর ফুলের ছবিতে রঞ্জিত হওয়ার পর ইয়ং হাই কসাইখানার ভয়ানক স্বপ্ন থেকে মুক্তি পায় এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে নিরামিষাশী হয়ে ওঠার কারণেই এসব ঘটেছে। সারা শরীর জুড়ে লতাপাতা ফুলফল নিয়ে ইয়ং হাই তাঁর কল্প পৃথিবীতে আস্তে আস্তে একটা গাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাদের 'পেন্টেড সেক্স' ভিডিও জনসমক্ষে এলে মানসিক অসুস্থ মহিলার একসময় নিজের শরীরও একইরকম চিত্রবিচিত্রে রাঙিয়ে লাইভ ক্যামেরার সামনে দুজনে যৌনমিলনে রত হন। এই ঘটনা ইয়ং হাইয়ের মনে চূড়ান্ত আঘাত আনে সেখান থেকেই সে মেটামরফসিস--এর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্তরে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় পর্ব ফ্লেমিং ট্রিস

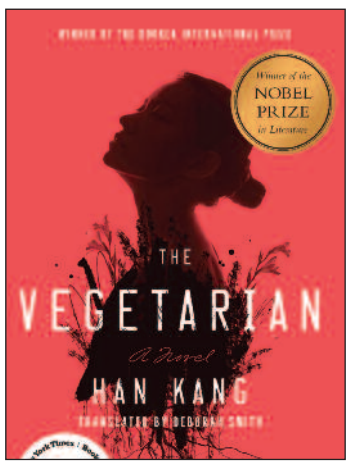

সাথে যৌনমিলনের কারণে ভদ্রলোকের হাজতবাস হয় এবং ইয়ং হাইকে মানসিক হাসপাতালের আবাসিক বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেই হাসপাতাল থেকে একদিন সে হারিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় অবিরাম বৃষ্টিধারা তার সারা শরীর জুড়ে বয়ে চলেছে, আর সেই গম্ভীর নৈঃশব্দের মধ্যে আর একটি বৃক্ষের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

হাসপাতালে ভর্তিকালীন খাওয়া একদম বন্ধ করে দিল। তার বোনকে একদিন ফিসফিস করে বলে, 'আমার আর খাবার লাগবেনা, শুধু একটু জল আর সূর্যের আলো পেলেই হবে'। উপন্যাসের শেষে লেখিকা তার দিদি ইন হাইয়ের যন্ত্রণা ও ত্যাগের ছবিটিও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বামীর সাথে বোনের যৌনমিলনের ভিডিও দেখার পরও তাঁর মনে বোনের জন্য সহানুভূতি ফিরে এসেছিল। শেষ সময়ে ইয়ং হাইয়ের পাশে ছিলেন হয়তো সে ইয়ং হাইয়ের মত প্রত্যাহার ও ত্যাগের পথে বোধিসত্ত্বের চূড়ায় পৌঁছতে পারেনি, কারণ তাকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে নিজের সন্তান ও অসুস্থ বোনের দেখভাল করতে হয়েছে। সমস্ত লজ্জা, অপমান ও যন্ত্রণা ভুলে সেই দায়িত্বভার কাঁধে তুলে বোনকে দেখতে বারবার হাসপাতালে ছুটে যাওয়া মোক্ষলাভের আরেক রূপ, সেটি লেখিকা ছোট পরিসরে ইন হাই চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। এখানে পাঠকের অজান্তে কখন যেন দুই বোন সমান্তরাল হয়ে ওঠে।

কোরীয় সমাজে স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য ধরে রাখতে যে নিরলস এবং আপোসহীন শোষণ চলে আসছে এই উপন্যাস তার বিরুদ্ধে এক নির্ভীক সমালোচনা। এই অচলায়তনের ঢক্কানিনাদ সমস্ত সমাজে কমবেশি শোনা গেলেও কোরীয় সমাজে এর উপস্থিতি খুব বেশি প্রখর।

কোরীয়ানরা সামাজিক রীতিনীতির অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী, নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য থাকাটাই তাদের শিক্ষা, সে রীতি যতই অমানবিক বা দমনমূলক হোকনা কেন। এই বিশ্বাস বা অনুসরণের অন্যথা ঘটলেই সমাজের কাঠামোগত সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্তে পৌঁছে বিদ্রোহী চিন্তাভাবনাকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। সেই সহিংসতা জানতে অজান্তে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ভাঙতে থাকে। এখানে ইয়ং হাইয়ের প্রতিবাদ ছিল একক, দুর্বল ও ক্ষীণ, তাই সেটা কোনওভাবেই সমাজের শাশ্বত কাঠামোকে নাড়া দিতে পারেনি, সেই প্রতিবাদের আগুন নেভানোর কাজ তার পরিবারে লোকজনই করে দিয়েছিল, তাই গল্পটা ইয়ং হাইয়ের গল্প হয়েই রইল, সমাজ বা জাতির বা দেশের গল্প হয়ে উঠতে পারলো না।

বাবা, মা, বোনকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: বাবা, মা, বোনকে হাতের শিরা গলার নলি কেটে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে দোষী প্রমথেশ ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। গত ২৮ নভেম্বর চুঁচুড়া আদালতে সাতজনের ফাঁসির সাজা হয় ২০২০ সালে বিষ্ণু মাল হত্যা মামলায়। সোমবার ধনিয়াখালির দশঘড়া ঘটনায় ফাঁসি সাজা হল একজনের। সোমবার চুঁচুড়া আদালতের বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা শুনানির পর অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শোনান। পেশায় গৃহশিক্ষক প্রমথেশ সাজা ঘোষণার পর এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারকের কাছে মুক্তির আবেদন করেন। কিন্তু বিচারক আবেদন নাকচ করে দেন।

তিন বছর আগে ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর ধনিয়াখালি থানার দশঘড়া গ্রামের পাল পাড়াতে প্রমথেশ তার বাবা অসীম ঘোষাল (৬৮), মা শুভ্রা ঘোষাল (৬০) ও বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায় (৩৮)-এর গলার নলি ও হাতের শিরা কেটে খুন করে। সেই সঙ্গে প্রমথেশ নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ প্রমথেশকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই ঘটনায় পল্লবীর স্বামী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ধনিয়াখালি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রমথেশকে গ্রেপ্তার করে। খুনের মামলায় সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোট ১৪ জন খুনের মামলায় সাক্ষী দিয়েছে। মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত জেলেই ছিল। খুনের ভয়াবহতা বিচার করে বিচারক মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। পুলিশ সঠিক সময়ে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

বাঘিনীর গোপনাঙ্গের পশম, বিষ্ঠা, পায়ের ছাপ মিলল বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রাইকা পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গলে মিলল বাঘিনীর গোপনাঙ্গের পশম, বিষ্ঠা, পায়ের ছাপ। বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ে বাঘিনী জিনাতের খোঁজ করা সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, যেখানে ছাগলের টোপ দেওয়া হয়েছিল, তার পাশ দিয়ে চলে যায় জিনাত। কিন্তু টোপ দেখেছিল কিনা, সেই তথ্য নেই ওই ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের কাছে। কারণ, বিধি অনুযায়ী এই টোপের পাশে বনদপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো উচিত। যাতে সহজেই বোঝা যায় পাতা ফাঁদের কাছে বাঘিনী এসেছে কিনা। কিন্তু সেখানে ট্র্যাপ ক্যামেরা না থাকায় সেই তথ্য হাতে পায়নি কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগ। রাইকা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার পর সোমবার সকাল পর্যন্ত জিনাতকে কেউ দেখেননি। তবে রবিবার সকাল থেকে এই বনাঞ্চল এলাকায় জিনাতের একাধিক পায়ের ছাপ মিলেছে। দেখা গিয়েছে বিষ্ঠা, গোপনাঙ্গের পশমও। মহিষ, শুকরের টোপ দিয়ে বাগে আনা যায়নি বাঘিনীকে। রবিবার গভীর রাতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ের চেক ড্যাম থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে আরেকটি জায়গায় টোপ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল সুস্বাদু 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট'। কিন্তু তাও গেলেনি জিনাত। খাঁচাবন্দিও হয়নি সে। এদিকে বাঘের ভয়ে রাইকা পাহাড়তলির একের পর এক গ্রামের মানুষজন গৃহপালিত পশুদের আগলে রাখছেন, জঙ্গলে পাঠাচ্ছেন না। বনদপ্তরের পাতা ফাঁদে পা দিল না বাঘিনী যমুনা। সোমবার সকালে সামান্য জায়গার পরিবর্তন করলেও বাঘিনী রয়েছে পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান যমুনা রেঞ্জের কুইলাপাল বিটের রাইকা পাহাড়তলির জঙ্গলেই। রবিবার রাতভোর বনদপ্তরের বিশেষ ট্রাঙ্কুলাইজার টিম-স্যাটেলাইট মনিটরিং, থার্মাল ইমেজ স্ক্যানিং, নাইট ভিশন ড্রোন মনিটরিং-এর মাধ্যমে বাঘিনীর অবস্থান বুঝে ট্র্যাপে ফেলে খাঁচায় বন্দি করার বহু চেষ্টা করেন। এমনকী ওই বাঘিনীর মুখের স্বাদ পরিবর্তন করতে মহিষ ও ছাগলের পরিবর্তে দুটি শুকরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই বাঘিনী বনদপ্তরের পাতা ফাঁদে পা দিল না। এদিনও সকলের নজর এড়িয়ে রাইকা পাহাড়ে গভীর স্রোতের মধ্যেই তার অবস্থান। শনিবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার কাঁকড়াঝোড় জঙ্গল থেকে ঢুকে পড়ে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের জঙ্গলে। রবিবার বনদপ্তরের গোটা দিন ও রাত এক করে বাঘ ধরার সমস্তরকম প্রচেষ্টা চালায়। বাঘ ধরতে রীতিমতো হিমসিম অবস্থা বনকর্মীদের। গত ১৫ ডিসেম্বর ওড়িশার সিমলিপাল রির্জাভ ফরেস্ট থেকে পালিয়ে আসে বাঘিনী জিনাত। ঝাড়খণ্ডের গোটাশিলা পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে বাংলা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ওড়িশার সিমলিপাল রিজার্ভ ফরেস্টের বিশেষ দল জঙ্গলে অভিযান শুরু করেছে। পুরুলিয়া বনদপ্তরের টিম ছাড়াও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের থেকে আসা দুটি বিশেষ টিমও রয়েছে। ওড়িশার সিমলিপাল রির্জাভ ফরেস্টের আরও ১৫ সদস্যের একটি বিশেষ টিম আসছে। রাইকা পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা কেশরা, কায়রা, সগেডি, লেদাশাল, চিরুগাড্ডু, বারুডি সহ একাধিক গ্রামের মানুষকে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়েছে। সোমবার ওই এলাকায় যান পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, 'আতঙ্ক যাতে না ছড়ায় তার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে।'

কেন্দ্র যদি একটু দয়া দেখায়, তাহলে হুগলিতে মেট্রো চলবে : রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেন্দ্র যদি একটু দয়া দেখায়, তাহলে হুগলিতে মেট্রো চলবে! আশাবাদী তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহর কলকাতা থেকে জেলা হুগলিতে পৌঁছে গিয়েছে মেট্রো রেল। এবার গন্তব্য হুগলি! হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্যর সঙ্গে এলাকা উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন রচনা। সেখানেই মেট্রো নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে রচনা বলেন, 'মেট্রোটা যদি চুঁচুড়া ব্যান্ডেল পর্যন্ত আনতে পারি, মানুষের ভীষণ উপকার হয়। সেটা নিয়ে চিঠিপত্র চলছে। একটা বড় ব্যাপার। এটা কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। সেটা নিয়ে আওয়াজ তোলা হচ্ছে। সেই বিষয় নিয়েও জেলাশাসকের সঙ্গে কথা হল। ডিএম বলেছেন তা যদি করা যায় তাহলে বহু মানুষ উপকৃত হবে।' ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছেন রচনা। তিনি বলেন, 'রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম, উনি তার উত্তরও দিয়েছেন। সেটা সবথেকে বড় কথা। উনি বলেছেন কীভাবে এগোনো যায়, সেটা দেখছেন।' জমিও অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে এটাও দেখতে হবে, কোথায় কীভাবে এগোনো যায়, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রচনা জানান। সরাসরি ব্যান্ডেল নয়, শ্রীরামপুর-হাওড়া সংযোগকারী পথ তৈরি হবে।

রচনার কথায়, 'গোটাটাই কেন্দ্রের হাতে। তারা যদি একটু দয়াশীল হয়, দয়া দেখান, তাহলে আমরা লড়তে পারি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। মন্ত্রীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে, যদি বিষয়টা মিটে যায় তাহলে আর প্রশ্ন নেই।'

বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ভারতবর্ষে সন্ত্রাস করে চোখ তুলে তাকালে, সেই চোখ তুলে নিয়ে পিষে মেরে দেব! বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে করা হুঁশিয়ারি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে বাংলাদেশকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। এদিন বনগাঁয় বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন গোপাল বাবু। সেখানে বাংলাদেশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গোপাল শেঠ বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার ঘৃণ্য মানসিকতা। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভারতে এক পয়সাও দাম নেই, বাংলাদেশের পাঁচুবাবুরা তারা ওখানে আওয়াজ দিচ্ছে ভারত দখল করবে। আমরা বলছি আমাদের ছেড়ে দিক ওই লোকগুলোকে পিষে মেরে দেব। ভারতবর্ষ যারা সন্ত্রাস করে চোখ তুলে তাকালে চোখ তুলে নেব। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনারা তৈরি আছি।

অংশীদারি গোলমালের জেরে বন্ধ পুরাতন মালদার নিমাসরাই চার্চ, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই গোষ্ঠীর অংশীদারি নিয়ে গোলমালের জেরে বন্ধের মুখে পুরাতন মালদার নিমাসরাই চার্চের বড়দিনের উৎসব। গত তিন মাস ধরে পুরাতন মালদা ব্লকের নিমাসরাই চার্চে তালা ঝুলছে। আর বড়দিনের উৎসব এগিয়ে আসতেই এখন চার্চ বন্ধ থাকায় অসন্তোষ তৈরি হয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের। তাঁদের বক্তব্য, বড়দিন মানেই ঈশ্বর যীশুর কাছে প্রার্থনা করা। কেক খাওয়া, নানান ভাবে আনন্দ উৎসব উপভোগ করা। যা সবটাই হয় চার্চকে কেন্দ্র করে হয়। কিন্তু এলাকার একটিমাত্র চার্চ হঠাৎ বন্ধ হয়ে রইল, আর বড়দিন উৎসব হবে না, এটা ভাবতেই পারছি না। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার চার্চের তালা খোলার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

সংশ্লিষ্ট চার্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি সংস্থার অংশীদারির গোলমালে জেরেই গত ৩ মাস ধরেই তালাবন্দি হয়ে রয়েছে নিমাসরাই ক্যাথলিক চার্চ। প্রায় ৭০ বছরের পুরনো এই চার্চটি ১০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। রয়েছে পাকাপাকি ভাবে যীশু খ্রীস্টের প্রার্থনা ভবন। এছাড়াও রয়েছে বিশ্রামের স্থান, বাগান সহ ঘোরার জায়গা।

সংশ্লিষ্ট চার্চের একাংশ সদস্যরা জানিয়েছেন, মিশনারী একটি সংস্থার কয়েক মাস আগেই এই চার্চের দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নতুন আরো একটি সংস্থা এই চার্চের দায়িত্ব নেয়। তারাই পুরনোদের কাটছাঁট করে নতুন ফাদার থেকে শুরু করে কর্মী চুক্তির ভিত্তিতে রাখেন। আর তাতেই শুরু হয় গোলমালের সূত্রপাত। পুরনোরা অংশীদারির দাবি করেই নাকি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর নতুন নিযুক্তরাও সেই গোলমালে জড়াতে চাইছে না। যার ফলে বন্ধের মুখে বড়দিনের উৎসব। স্থানীয় গ্রামবাসী মীনু টুডু, সবিতা হেমব্রম বলেন, এলাকার একটিমাত্র চার্চের বড়দিনের উৎসবে সামিল হতে পেরে নিজেদেরকে খুব আনন্দিত মনে হত। ২৫ ডিসেম্বর সারাদিনটাই পরিবার নিয়ে ওই চার্চে কাটাতাম। কিন্তু এবছর অদ্ভুত ভাবে ওই চার্চের বড়দিনের উৎসব হচ্ছে না। নানান গোলমালের জেরে তালা পড়েছে। আমাদের দাবি, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করেই যেন বড়দিনের উৎসব করা হয়।

সংশ্লিষ্ট চার্চের প্রাক্তন ফাদার রমেন ক্যাথোয়ার বলেন, নতুন সংস্থা দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাকে ছাঁটাই করেছে। এরকম আরো অনেক কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ লিখিতভাবে কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই এখনো আমি এই চার্চের দায়িত্বে বহাল রয়েছি। নতুন করে যারা এসেছেন, তাদের সঙ্গেই একাংশের গোলমাল চলছে। তাই তালাবন্দি এই নিমাসরাই চার্চ। বর্তমান চার্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার সত্যেন সংকাটা বলেন, নতুন সংস্থার মাধ্যমে এই চার্চের দায়িত্ব পেয়েছি। এখন বন্ধ ঘরে উৎসব হবে কিভাবে বলতে পারব না। চার্চের অংশীদারি নিয়ে একটা গোলমাল চলছে। আমরাও চাইছি সমস্ত সমস্যার সমাধান করেই পালিত হোক ঈশ্বর যীশুর বন্দনা আর বড়দিনের উৎসব।

ডানকুনি সংলগ্ন দিল্লি রোডের আবর্জনায় আগুন, দূষণের শিকার সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানকুনি এলাকায় দিল্লি রোডের পাশে প্রায় প্রতিদিন কে বা কারা আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। যাতে পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হচ্ছে। বহু কারখানার দূষিত বর্জ্যও নিয়মিত কারখানা কর্তৃপক্ষ রাস্তার পাশে ফেলায় ও তাতে আগুন লাগার ফলে বায়ুদূষণ মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠছে। ওখানে বিভিন্ন আবর্জনার সঙ্গে পুড়ছে প্লাস্টিকের বর্জ্যও, ফলে তীব্র ধোঁয়ার কারণে এলাকার মানুষজনের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে। এই সময়ে এমনিতেই বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে বাতাসের শুদ্ধতা কমে। তার উপর আবর্জনা জ্বালালে বাতাসের মান আরও খারাপ হয়।

অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে সবুজ মঞ্চ হুগলি জেলার পক্ষ থেকে সরকারি অফিসে চিঠি দেওয়া হয়। পরিবেশ কর্মী মাবুদ আলির বক্তব্য, কারখানা মালিকরা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এলাকায় দূষণ ছড়ালেও প্রশাসন নির্বিকার থাকছে, তাছাড়া ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছে কিছু ভাংড়ির দোকানদার তারা প্রতিনিয়ত দূষণ করে যাচ্ছে। কোনও বাধাই মানে না।। সবুজ মঞ্চের হুগলি জেলার আহ্বায়ক গৌতম সরকারের বক্তব্য ন্যাড়াপোড়া নিয়ে সরকার কিছু পদক্ষেপ করলেও এই দূষণ নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন, ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষকে রোজ সহ্য করতে হচ্ছে দূষণ। চিকিৎসক অনিল সাহার মতে,আবর্জনা জ্বালালে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মানুষের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণ রোগও।

যুবকের আত্মহত্যা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সোমবার হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাইনানে এক যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত যুবকের নাম পলাশ দলুই (৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পলাশ উঠতি চিত্রশিল্পী ছিল। সোমবার দিন ফেসবুক লাইভ করতে করতে সে নিজের গলা কেটে দেয় এবং পরে জানাজানি হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কি কারণে এই আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে যুবকের পরিবার পাশের পাড়ার এক কিশোরীর নাম পায়। নেপালি যুবকের পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন ওই কিশোরীর বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই কিশোরী এবং তার পরিবারকে উদ্ধার করে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রে ২০.১২.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত **দখল বিজ্ঞপ্তির** বিজ্ঞাপনে **ঋণগ্রহীতার নাম শ্রীমতী মঞ্জু দেবী এবং স্থাবর সম্পত্তির কলমে বিবরণে পড়তে হবে** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক, অবস্থিত আর এস দাগ নং ১১২ এবং ১১৩, এলআর দাগ নং ১৪১, আরএস খতিয়ান নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬৮১ বর্তমানে ২৯৭৩১, মৌজা - শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, হোল্ডিং নং ৮/১/বি এস সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি শ্রীরামপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর উল্লেখ্য দলিল নং ২১১২-২০১৩ সালের তারিখ ২১.০৩.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ১৭৫৭ থেকে ১৭৭৩, শ্রীমতী মঞ্জু দেবীর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে - মজুমদার পরিবারের সম্পত্তি, পূর্বে - মজুমদার পরিবারের সম্পত্তি, পশ্চিমে - মজুমদার পরিবারের সম্পত্তি। অন্যান্য বিস্তারিত অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২৪.১২.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শ্রীরামপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
টেকনো গ্রিন এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস পি-৪৬এ, রাধা বাজার লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "হরিয়ানা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

টেকনো গ্রিন এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিস - পি-৪৬এ, রাধা বাজার লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
টেকনো গ্রিন এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড
অবন্তিকা গুপ্তা
তারিখ : ২৩.১২.২০২৪ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন-০৩১৪৯১৩৮

SBI **এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)**
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - II এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক এ ৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল - ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪ ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৪.০১.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি২, ১ম তল, স্বপ্নদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ আরও ঠিকানা -প্রযত্নে ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি২, একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা মার্বেল মেঝে সহ এবং লিফট সুবিধা উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমি এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গোরুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০ এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯১৫ থেকে ৩৭৩৯৪২, দলিল নং ১৫০৬১২৯২১-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	৩১,০৩,০১৯ টাকা (একত্রিশ লাখ তিন হাজার উনিশ টাকা) ২০.১২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্তপরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	৩৪,৬৩,০০০ টাকা ৩,৪৬,৩০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০১.২০২৫**
২.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি৩, ১ম তল, স্বপ্নদীপ অ্যাপার্টমেন্ট ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ আরও ঠিকানা -প্রযত্নে ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি৩, একতলায়, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট কমবেশি তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা এবং মার্বেল মেঝে, এবং লিফট সুবিধা সহ উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গোরুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০ এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯৪৩ থেকে ৩৭৩৯৭০, দলিল নং ১৫০৬১২৯২২-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	৩৪,৩১,২৩৩ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার দুশো তেত্রিশ টাকা) ২০.১২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্তপরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	৪২,৭৮,০০০ টাকা ৪,২৭,৮০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০১.২০২৫**

দখলের ধরন : প্রতীকী

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৪.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - রাজারহাট, কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা (১১৫৩৬)
৩৩৪/১, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭
ই-মেল: sbi.11536@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী রুমা দত্ত, যিনি **এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (২৭.১২.২০২৪) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (৩০.১২.২০২৪) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী রুমা দত্ত

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১২.৭৪০ নিট ওজন ১০.৫০০	৪টি ভাঙা হাতের আংটি
২.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২.২৮০ নিট ওজন ১.৮০০	৩টি টপস

তারিখ: ২৪.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বাঁশদ্রোণী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা (১১৫৩৬)
৩৩৪/১, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭
ই-মেল: sbi.11536@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী মৌসুমী কর্মকার, যিনি **এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (২৭.১২.২০২৪) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (৩০.১২.২০২৪) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী মৌসুমী কর্মকার

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৫.৩০০ নিট ওজন ৪.৮০০	১টি চেন
২.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.২১০ নিট ওজন ৬.২০০	১টি চোকার
৩.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.১৮০ নিট ওজন ২.২০০	১টি পাথর বসানো হাতের আংটি

তারিখ: ২৪.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বাঁশদ্রোণী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
সল্টলেক শাখা, বিএফ-১৪২, সল্টলেক সেক্টর - ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট IV রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

প্রতি
১) তনয় সাহা (ঋণগ্রহীতা), বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ
২) তন্ময় সাহা (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত হরিপদ সাহা বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ
৩) শ্রী নীলয় সাহা (জামিনদাতা) নং ৫২৬, এসএইচকেবি সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭৪
৪) শ্রীমতী তনিমা সাহা (বন্ধকদাতা) স্বামী তন্ময় সাহা বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.০৫.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা তনয় সাহা (ঋণগ্রহীতা), বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, তন্ময় সাহা (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত হরিপদ সাহা বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী নীলয় সাহা (জামিনদাতা) নং ৫২৬, এসএইচকেবি সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭৪, শ্রীমতী তনিমা সাহা (বন্ধকদাতা) স্বামী তন্ময় সাহা বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জাপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ সল্টলেক শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২২৬৯৯৯.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো নিরানব্বই টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **২২২৬৯৯৯.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো নিরানব্বই টাকা)** ১৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এফ-২, পঞ্চমতল, (দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর দিকে) পরিমাণ ৭৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কালিদহ, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জমিদারি খতিয়ান নং ২৪৩, প্রজা খতিয়ান নং ২৭০, এসএইচকেবি সরণি (পূর্বতন পরিচিত ১/১এ/২২, জপুর রোড, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, থানা : দমদম, এডিএসআরও -কাশীপুর দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট চওড়া রোড, **দক্ষিণে :** দিলীপ বসু এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১৮ ফুট চওড়া রোড; **পশ্চিমে :** বাণী কুমার বোস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ :২৩.১২.২০২৪ , স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SALE NOTICE
YUMMZ FOODS PRIVATE LIMITED
(UNDER LIQUIDATION)
(Company in liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated 18/09/2024)
Regd. Office.: Village & PO KHAMARSHIMULIA, KRISHNAGAR, West Bengal, 741121,
(CIN: U15410WB2012PTC177072)

Notice is hereby given to the public in general that Assets of the YUMMZ FOODS PRIVATE LIMITED (Under liquidation) ("Corporate Debtor") is proposed to be sold as a GOING CONCERN (without Liabilities)in accordance with clause (e) of regulation 32, or sale as set of assets collectively in accordance with clause (c) of regulation 32, regulation 32A sub-regulation (1) of regulation 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 through e-auction platform https://www.eauctions.co.in.
The bidding shall take place through online e-auction service provider M/s Linkstar Infosys Private Limited at https://www.eauctions.co.in

SR.No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Date of Publication of Sale Notice and E-auction Process Document	24/12/2024
2.	Last date of Submission of eligibility documents by prospective bidder (at least fourteen days from issue of public notice)	10/01/2025 upto 05:00 pm
3.	Declaration of Qualified Bidder	14/01/2025
4.	Inspection or due diligence of assets under auction (with prior appointment)	15/01/2025 to 21/01/2025
5.	Earnest money deposit on and before by qualified Bidder.	22/01/2025 within 5:00 p.m.
6.	Date and Time of Auction	25/01/2025 11:30 am to 01:30 pm (Unlimited Extension of 5 Min Each)
7.	Address and email of liquidator	Siddha Weston, Suite No. 134, 1st Floor, 9 Weston Street Kolkata - 700013

Description of Assets	Date and time of auction	Reserve Price	EMD	Bid Incremental Value
The Corporate Debtor- Sale of Assets of the Company as going Concern (Without Liabilities), as per Regulation 32(e) of the IBBI Liquidation Process Regulation 2016 (amended upto 16.09.2022). **YUMMZ FOODS PRIVATE LIMITED** - Sale of Assets of the Company as going Concern "As is where is, As is what is, Whatever There is Basis and Without recourse basis" Property Address:- Village & PO KHAMARSHIMULIA, KRISHNAGAR, West Bengal, 741121	25th January, 2025 from 11:30 am to 01:30 pm	Rs. 7,15,00,000 (Rupees Seven Crores Fifteen Lakh only)	Rs 71,50,000 (Rupees Seventy One Lakh Fifty Thousand only) by 22/01/2025 Within 05:00 p.m.	Rs. 5 Lakh (Rupees Ten lakhs)

(For detail of the assets, refer Annexure-6 of the E-auction Process Document).
1. E-auction will be conducted on **"AS IS WHEREIS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"** as such sale is without any kind of warranties and indemnities, through approved service provider.
2. M/s Linkstar Infosys Private Limited : https://www.eauctions.co.in Mr. Vijay Pipaliya **Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar) admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 9870099713. Contact person on behalf of Liquidator: Sanjeev Jhunjhunwala Email: cirp.yummzfoods@gmail.com, Contact no-033-40056681.**
3. The complete and detailed information about the assets of the company, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available in the "E-Auction Process Information Document". The sale notice must be read along with the E-Auction Process Information Document which is available at https://www.eauctions.co.in
4. Interested bidders shall participate after mandatorily reading and agreeing to the relevant terms and conditions including as prescribed in E-Auction Process Information Document
5. It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligations on the part of the Liquidator or the Corporate Debtor to effectuate the sale. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any assets thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
6. As per proviso to cause (f) of section 35 of the Code, the interested bidder shall not be eligible to submit a bid if it fails to meet the eligibility criteria as set out in section 29A of the Code (as amended from time to time).
7. The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations made thereunder.
8. In case of any clarifications, please contact the undersigned.

Sd/-
Sanjeev Jhunjhunwala
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-001/IP- P00325/2017-18/10595
AFA Valid till: 30/06/2025
Correspondence mail id: cirp.yummzfoods@gmail.com
Date: 24/12/2024 **Siddha Weston, Suite no 134, 1st Floor,**
Place: Kolkata **9 Weston Street, Kolkata 700013. Contact No - 033-40056681**

দমকল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির পোস্টার, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: দমকল মন্ত্রী তথাবসিরহাট সাংগঠনিক জেলার অবজারভার সুজিত বসুর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে পোস্টার পড়ল হাড়োয়ায়। সৌজন্য, যুব তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। সুজিত বসুর পাশাপাশি বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জির বিরুদ্ধেও পোস্টার। পোস্টার কাণ্ড ঘিরে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার তথা দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু চলতি মাসের ১৯ ডিসেম্বর বসিরহাটের রবীন্দ্রভবনে দলীয় কর্মী সভায় হাড়োয়া ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফরিদ জমাদার সহ একাধিক ব্লক

সভাপতি এই পদে আর থাকবেন না বলে মন্তব্য করেন। পাশাপাশি সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি ভালো কাজ করছেন, তাকে রেখে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন। দলীয় লিস্ট প্রকাশের আগে আগ বাড়িয়ে দমকল মন্ত্রী এহেন বক্তব্যে তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধদের দাবি প্রকাশ্যে সুজিত বসুর এহেন মন্তব্য দল বিরুদ্ধ এবং অপমানজনক। এই নিয়ে এবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসল। হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খালেক মোল্লা, ব্লক সভাপতি ফরিদ জমাদারের প্রকাশ্যে মুখ খুলে ছিলেন সুজিত বসুর বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে একহাত নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছিলেন। এবার তার বিরুদ্ধে হাড়োয়ার বাসস্ট্যান্ডে ব্লক সভাপতি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ পরোক্ষভাবে বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জির বিরুদ্ধেও পোস্টার পরেছে। সেখানে লেখা আছে জেলা সভাপতিকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে এই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের ক্ষতি করছে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি কৌশিক দত্ত বলেন, দমকলমন্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যা হচ্ছে এটা কাম্য নয়। দল তদন্ত করছে। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, তৃণমূল মানেই তোলাবাজ। নিজেরা তোলাবাজ বড় তোলাবাজকে ভাগ দিচ্ছে না বলে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসছে।

বিধায়কের নাগরিক কনভেনশন, কিউআর কোড যুক্ত কার্ড বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: জেলায় প্রথম নাগরিক কনভেনশন করে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের অভিযোগ শুনলেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। সেখান থেকেই ঘোষণা করলেন, তার বিধানসভা এলাকার মানুষের অভিযোগ বা সমস্যা জানাতে আর বিধায়কের কাছে আসতে হবে না। কিউআর কোড যুক্ত বিধায়কের ভিজিটিং কাড স্ক্যান করেই অভিযোগ জানানো যাবে। অশোকনগর বিধানসভা এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে শীঘ্রই সেই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। রবিবার বিকেলে অশোকনগর বিধানসভা এলাকার কচুয়া মোড় মিলন সংঘের মাঠে নাগরিক কনভেনশন করেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিজের ছবি লাগিয়ে তার সামনে বসে তিনি মানুষের অভিযোগ শোনেন। নিচে তার এলাকার সকল জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তদের বসিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ও

এলাকার কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের সেই সমস্যা লিপিবদ্ধ করে তার সমাধানের নির্দেশ দেন। তার এই অভিনব উদ্যোগ এবং দলমত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষের সমস্যার কথা শোনা ও তার সুষ্ঠু সমাধানের নির্দেশ দেওয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অশোকনগর বিধানসভার মানুষ। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের উন্নয়নে লাগাতার কাজ করে চলেছেন। একের পর এক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প এনে কোনও রাজনৈতিক রং না দেখেই বাংলার মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। তার সেই উন্নয়ন থেকে যাতে অশোকনগরের কোন মানুষ কোনও ভাবে বঞ্চিত না হন তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া। দলনেত্রী দেখানো পথেই তার একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে মানুষের সেবায় এই নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছিলাম। প্রায় হাজার তিনেক মানুষ এই কনভেনশনে এসেছিলেন। অনেকেই তাদের অভিযোগ জানিয়েছেন। মানুষেরা তাদের সমস্যা জানাতে আর বিধায়কের কাছে আসতে না হয় সে জন্য ঘরে বসেই কিউআর কোড স্ক্যান করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে।

বিজেপি কর্মীদের চরম বিশৃঙ্খলার জেরে সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সভায় যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন চক্রবর্তী সভায় যোগ দেওয়ার পরেই কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। যার কারণে রেগে মঞ্চ থেকে চলে যায় মিঠুন চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, বিজেপি সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচির সভার আয়োজন করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের পাঁচড়া এলাকায় একটি অনুষ্ঠান ভবনে। সেই সভায় বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। সভায় যোগ দেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন চক্রবর্তী সভাস্থলে পৌঁছতেই তাকে দেখার জন্য শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। কর্মীদের নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল মিঠুনের। আর সেখানে বক্তব্য রাখার জন্য মিঠুন চক্রবর্তীকে হাজির হওয়ার পরই কর্মীরা মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। মিঠুন চক্রবর্তী মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বারবার কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংযত হওয়ার কথা বললেও কোনও কর্মীই মিঠুনের কোথায় পাত্তা দেননি। মিঠুন চক্রবর্তী তদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন তিনি এই সময় কোনও ফাইভ স্টার হোটেলে থাকতে পারতেন। কিন্তু সব ছেড়ে সভায় এসেছেন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু কে শোনে তার কথা। ফলে অবস্থা খারাপ দেখে কোনো রকম বক্তব্য না রেখেই সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান।

অন্যদিকে বিজেপির এই কর্মসূচি ব্যর্থতা প্রসঙ্গে জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, বিজেপির কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা হলেও তাদের এই ধরনের কিছু হয় না। তাদের সভার জন্য মিঠুন চক্রবর্তী বা কোনও বিজেপির মতো বড় নেতাকে লাগে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিকে সামনে রেখেই কর্মী সমর্থকরা চলে আসেন।

বিভিন্ন পথ দুর্ঘটনায় মৃত মালদার ২১টি পরিবারকে ২ লক্ষ টাকার সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগ এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন পথ দুর্ঘটনায় মৃত মালদার ২১টি পরিবারের হাতে দুই লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল। সোমবার দুপুরে মালদার কালেক্টরেট ভবনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন দুর্ঘটনায় মৃত ওইসব পরিবারের হাতে আর্থিক অনুদান হিসেবে দুই লক্ষ টাকার চেক দেওয়ার পাশাপাশি শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বিভিন্ন সময় পথ দুর্ঘটনায় মূলত মৃতদের পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে মালদা থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে পথদুর্ঘটনা শিকার হয়েছেন বহু পরিবার। আবার যানবাহনে চলাচল করতে গিয়েও মৃত্যু হয়েছে অনেক দুঃস্থ পরিবারের কর্তাদের। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতোই এসব দুঃস্থ পরিবারের হাতেই দুই লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আম্বেদকরকে নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে জেলাজুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: গত কয়েকদিন আগে সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আম্বেদকরকে নিয়ে যে মন্তব্য করেন তা সংবিধানকে ও আম্বেদকরকে অসম্মান করা হয়েছে বলে দাবি তোলে বিরোধীরা। একই দাবি নিয়ে রাজ্যের শাসক দল প্রতিবাদে নামে। দলের নির্দেশে জেলায় জেলায় চলে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা। সেই মতো সোমবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন এই প্রতিবাদ মিছিল হালারা বিপত্তারিণী তলা থেকে শুরু করে জামালপুর বাজার হয়ে জামালপুর ব্রিজের কাছে শেষ হয় এবং সেখানেই একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই মিছিলে পা মেলান বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি-সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। মিছিল থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়। সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, অমিত শাহ শুধু মাত্র বাবা সাহেব আম্বেদকরকেই নয় সমগ্র দলিত সম্প্রদায়কেই অপমান করেছেন। সাংসদ শর্মিলা সরকার বলেন, মাত্র কয়েকঘণ্টার প্রস্তুতিতে এই জনজোয়ার প্রমাণ করে মানুষ কার সঙ্গে আছে। পাশাপাশি এদিন ভাতারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার জেলা সভাপতি বার্তা দেওয়ার পরই ভাতার বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী।

অন্যদিকে, অমিত শাহর কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে খ গুঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের নেতৃত্বে খ গুঘোষ ব্লকের উজ্জ্বল পুকুর মোড় থেকে খেজুরহাটি বাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকে ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস।

সান্তার ভূমিকায় হুগলি জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবারের রাত পোহালেই বড়দিন অর্থাৎ বুধবার বড়দিন উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখ লা বিড়লা মোড়ে লুই-ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুলে সোমবার দুপুরে হঠাৎ সান্তাক্লজের ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর মুখার্জি। স্কুলের ছোট ছোট শিশুদের হাতে কেক পেস্ট্রি চকলেট পানীয় জলের বোতল তুলে দিলেন তিনি। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডিএমইউ সুদীপ্তা মজুমদার ও সুবীর বাবুর কন্যা রিয়া মুখার্জি। জানা গেল, তিনি প্রত্যেক বছর বড় দিনের আগে লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ইটভাটা স্টেশন জেলা চাইল্ড লাইন সেন্টারে গিয়ে সান্তাক্লজের ভূমিকায় উপস্থিত থেকে তাদের হাতে চকলেট পেস্ট্রিকেক পানীয় জলের বোতল বিতরণ করেন এবং শিশুরা খুব খুশির সঙ্গে তা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে সান্টা ক্লজ রূপে জেলা পরিষদ শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর মুখার্জি জানালেন, বড়দিনের আগে আমি সান্তাক্লজের ভূমিকায় শিশুদের কাছে আসি। এর আগে আমি শ্রীরামপুরে চাইল্ড লাইন সেন্টারে গিয়ে শিশুদের হাতে এসব তুলে দিয়ে আসি, এছাড়া স্টেশনে ইটভাটা সহ নানান জায়গায় গিয়ে শিশুদের হাতে তুলে উপহার দিই।

শৌচালয়ে রাখা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবার, বিক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে শিশুদের খাবার তৈরি হচ্ছে। বন্ধ পড়াশোনাও। ক্ষোভে ফুসছে অভিভাবক থেকে শুরু করে গ্রামের আমজনতা। অভিযোগ শৌচালয়কে মেরামত করে আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবার রাখা হচ্ছে। শৌচালয়ে শিশুদের জন্য খাবার রাখায় বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধবপুর গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের। জানা গেছে, ওই আইসিডিএস কেন্দ্রের শিশুদের জন্য পুকুরের জলেই রান্নাবান্না হয় বলে অভিযোগ। এদিন তাই উত্তেজিত গ্রামের মানুষজন। আইসিডিএস কেন্দ্রের রান্নাবান্না বন্ধ করে দেয়। জানা গেছে, ওই কেন্দ্রে একজন মাত্র দিদিমণি তাও তিনি অক্ষম। নেই কোনও সহকারী কর্মী। পুকুরের জলেই চলে রান্নাবান্না। গ্রামের মানুষের দাবি, বেহাল আইসিডিএস সেন্টার নিয়ে কোনও হুঁশ নেই স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের। তাঁরা নাকি জানেই না ওই আইসিডিএস সেন্টারের বেহাল অবস্থা। অথচ আইসিডিএস সেন্টারের রান্না করার সামগ্রী রয়েছে শৌচালয়ে। নেই রান্নার চালা, ত্রিপলের ছাউনি ঘেরা ঘরে চলে পঠন পাঠন। বেহাল পরিস্থির কথা প্রশাসনকে জানিয়েও হয়নি কোনও লাভ বলে অভিযোগ। আগে প্রতিনিয়ত এই আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে ২০ থেকে ৩০ জন শিশু ও গর্ভবতী মায়ের খাবার তৈরি হত। পুকুরে জলে রান্না হওয়ায় অনেক অবিভাবক শিশুদের সেন্টারে পাঠাচ্ছেন না। এই নিয়ে বিজেপি তীব্র কটাক্ষ করার পাশাপাশি প্রতিবাদ জানায়। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ওই আইসিডিএস সেন্টার টি সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিডিওর সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন দেখার শিশুদের পঠন পাঠনের স্বার্থে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হাইজ্যাক হাওয়া ট্রলার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: হাইজ্যাক হওয়া ট্রলার ধাওয়া করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করল ট্রাফিক পুলিশ। ইলেকট্রিক পোল বোঝাই ট্রলারটি হাইজ্যাক হয় অন্ডালের ভাদুর মোড় থেকে। ট্রলারটিতে ইলেকট্রিক পোল ছিল বলে জানা যায়। উল্লেখ্য সোমবার বেলা ২টা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্ডাল মোড় সংলগ্ন ভাদুর মোড়ে ইলেকট্রিক পোল ভর্তি একটি ট্রলার যাচ্ছিল উখড়ার উদ্দেশ্যে। সেটিতে খনি সংস্থা ইসিএলের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইলেকট্রিক পোল ছিল। ট্রলারের চালক ও খালাসি ভাদুর মোড়ে জাতীয় সড়কের পাশে ট্রলারটি দাঁড় করিয়ে একটি ধাবায় খাবার খেতে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখে ট্রলারটি সেখানে নেই। বিপদ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে অন্ডাল থানার পুলিশকে চালক বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে অন্ডাল থানা ও অন্ডাল ট্রাফিক গার্ড পুলিশ নিখোঁজ ট্রলারটির খোঁজ শুরু করে। হাইজ্যাক করে ট্রলারটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বীরভূমের উদ্দেশ্যে। ইলামবাজার এলাকায় ট্রলারটি আটক করে পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার করে ট্রলারটিকে ফিরিয়ে আনা হয় অন্ডাল থানাতে। পরে চালক ও খালাসির হাতে ট্রলারটিকে তুলে দেওয়া হয়। অন্ডাল ট্রাফিক গার্ড ওসি প্রবীর গড়াই জানান, ট্রলার নিখোঁজ হওয়ার কথা চালক জানালে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ট্রাফিক থানায় কন্ট্রোল রুমে নিখোঁজ ট্রলারের নম্বর ও বিবরণ দিয়ে বার্তা পাঠানো হয়। কাঁকসা ট্রাফিক গার্ড ওসি বিষয়টি জানান পার্শবর্তী জেলা বীরভূমের ইলামবাজার ট্রাফিক ওসিকে। কিছুক্ষণ পর ইলামবাজার ট্রাফিক সেখ ানে ট্রলারটির সন্ধান পায়। সেটি আটক করে খবর দেয় কাঁকসা ট্রাফিককে।

অবৈধভাবে ভারতে আসা এক বাংলাদেশি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবৈধভাবে ভারতে আসা এক বাংলাদেশিকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। পাশাপাশি অবৈধভাবে আসা ওই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হয় পুলিশের তরফে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত জাখিরপুর এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ধৃত ওই বাংলাদেশির নাম মহম্মদ রবিউল ইসলাম। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর এলাকায়। তিনি অবৈধভাবে এপার বাংলায় এসে খাইরুল মণ্ডল নামে এক ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই দু'জনকেই আটক করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী জয়ন্ত মজুমদার জানান, দু'জন আসামিকে কোর্টে তোলা হলে বিচারক সবদিক বিবেচনা করে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

সুইচগেটের একাংশ ভেঙে গৌড়েশ্বর নদীগর্ভে, আতঙ্কে সুন্দরবনবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের তিন নম্বর আম্বেরিয়ার গৌড়েশ্বর নদীর উপর সুইচ গেটের এক সাইডের অংশ ভেঙে পড়ল। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ, প্রায় পাঁচ বছর ধরে ব্লক প্রশাসনেও সেচ দপ্তরকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এই সুইচগেটের পুনরায় নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষেরা। তারা তিন নম্বর আম্বেরিয়ার সুইচগেটের সামনে বিক্ষোভ দেখ ায়। এই সুইচগেট যদি নির্মাণ না হয় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলন করবে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে স্যান্ডেল বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিতোষ বিশ্বাস তিনি বলেন, ইরিগেশন, ব্লক প্রশাসনে জানানো হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে। এমনই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গ্রামবাসীদের দাবি, যদি নদীর জলস্তর বেড়ে যায়, তাহলে প্লাবিত হতে পারে একাধিক গ্রাম। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে চাষের জমি থেকে মাছ চাষ। তারা চাইছেন দ্রুত সুইসগেট মেরামতি করা হোক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অপমানের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর বিধানসভা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছবি: বনস্পতি দে

কৃষকের খামারে রাখা কাটা ধান ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাতের অন্ধকারে মাঠ থেকে এনে খামারে মজুত করে রাখা ধানে আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন এক কৃষক। ঘটনাটি ঘটে রবিবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম

পঞ্চায়েতের ঝড়ুবাটি গ্রামে। জানা গিয়েছে, গ্রামের কৃষক চন্দন ঘোষ ওরফে ছোটন ঘোষ ১০ বিঘা জমির কাটা ধান খ ামারে এনে রেখেছিলেন। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ওই ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় তার ধান। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। তিনি ধার দেনা করে ধানের চাষ করেছিলেন। ধান বিক্রি করে তিনি সেই দেনা পরিশোধ করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু রাতের আগুনে সব শেষ হয়ে যায়। বিষয়টি তিনি প্রশাসনকে জানিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের হাতে তৈরি উৎপাদিত ফসলেই হচ্ছে মিড ডে মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিড ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তবে এই স্কুলে শুধু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্তই নয়, বাগানে চাষ করা সবজি রান্না করে মিড ডে মিলের খাবার খাওয়ানো হয় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

রাজ্যের একেবারে ব্যতিক্রমী চিত্র দুর্গাপুর ফরিদপুরের ব্লকের অজপাড়া গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠে প্রতিদিন সকাল দশটায় স্কুলে পৌঁছে যায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে পড়ুয়ারাও। তারপর তারা একসঙ্গে স্কুলের বাগানে সবজির পরিচর্যা করেন। তারপর সেই সবজি তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মিড ডে মিলে। এই মরসুমেও চাষ করা হয়েছে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, ফুলকপি বাঁধাকপি, পালংশাক, পেঁয়াজ সহ কুড়ি রকমের সবজি। স্কুলে রয়েছে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১২০০ পড়ুয়া। কিন্তু সরকারি নিয়মে রয়েছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিলের খাবার খাওয়ানোর নিয়ম। এখানে একেবারে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের খাওয়ানো হয় প্রতিদিন পেট ভরে মিড ডে মিলের খাবার।

সময়ের অভাবে খেলা ছেড়ে দেওয়া প্রাক্তনীদের মাঠে ফেরাচ্ছেন অমৃতেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট খেলার ইচ্ছে থাকলেও অনেকের উপায় হয় না। ব্যস্ততার মাঝে খেলা হয় না ক্রিকেট। তাদের জন্যই ক্রিকেট মাঠে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন অমৃতেন্দু ব্যানার্জী। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত টুর্নামেন্টে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন যারা খেলা ভুলেছেন বা ছেড়েছেন। শীতের মরসুমেই কলকাতায় জাঁকজমক করেই বসছে ক্রিকেটের আসর। নতুন বছরের গোড়াতেই শুরু হতে চলেছে অমৃতেন্দু ব্যানার্জীর উদ্যোগে ও লার্নিংজ এডুটেকের সহায়তায় অ্যালুমনাই প্রিমিয়ার লিগ সিজন থ্রি। টুর্নামেন্ট করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পিপি এন্টারপ্রাইস , বোহো ট্রাঙ্ক, ইউনিয়ন টায়ার্স, কিড জি (জেমস লঙ সরণী), স্টার প্রিন্টস। এক্কেবারে আইপিএল ধাঁচের এই টুর্নামেন্টে মেতে উঠবেন প্রাক্তন ছাত্ররা। যাঁরা পেশার তাগিদে খেলার সুযোগ পান না বা প্রতিভা থাকলেও ব্যস্ততার মাঝে আর খেলায় সময় দিতে পারেন না। তাদের নিয়েই এই বিশেষ উদ্যোগ। বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এরমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছে শহরের ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে। এর আগে দু'মরসুম খেলা হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। এবার তৃতীয় বর্ষ। কলকাতার সেরা ১০ স্কুলের প্রাক্তনদের নিয়েই ৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মেগা প্রিমিয়ার লিগ। যেখানে অংশ নেবে ন্যাশনাল হাই, তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন, হেরিটেজ, ভিএমএস অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের মতো স্কুলগুলো। ইভেন্টস ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর কর্ণধার অমৃতেন্দু ব্যানার্জী জানান আগের বারের সাফল্যের পর আরো বড় আকারে এই লিগ আয়োজিত হতে চলেছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে অ্যামেচার এই টুর্নামেন্ট। সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকার কারণে, সপ্তাহশেষেই হবে প্রতি ম্যাচ। কলকাতার সেরা মাঠগুলোই সে'কারণে বাছাই করা হয়েছে। এর আগেই অবশ্য অমৃতেন্দু ব্যানার্জীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আল্টিমেট অ্যালুমনাই টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপ সিজন ওয়ান। যেখানে চ্যাম্পিয়ন হয় ন্যাশনাল হাই, রানার্স হয় হার্টলে হাই। তার পুরস্কার বিতরণীর আর নতুন টুর্নামেন্টের ঘোষণা একসঙ্গে করলেন অমৃতেন্দু ব্যানার্জী। এ ছাড়াও এই বছর আসছে আল্টিমেট লিজেন্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ। উত্তর ও দক্ষিণ দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। সেখান থেকে উঠে আসবে আল্টিমেট চ্যাম্পিয়ন।

মানকুণ্ডু মাতিয়ে দিল প্রোটিয়াদের দল

মানকুণ্ডুতে চন্দননগর বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাব দলের খেলায় সংবর্ধিত করা হচ্ছে কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীকে। সঙ্গে অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডনের দেশে যখন ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াই চলছে, তখন ফরাসি স্থাপত্যে ঘেরা চন্দননগরের পড়শি শহর মানুকুণ্ডু মেতে উঠল প্রোটিয়া দলের সঙ্গে খেলায়। ক্রিকেটের অন্যতম কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীর সৌজন্যেই শীতের মরসুমে স্থানীয়রা একদিনের জন্য মেতে উঠল ২২ গজের যুদ্ধে। চন্দননগর শহর থেকেই উত্থান হয়েছে ক্রিকেটার ঈশান পোড়েল, অভিষেক পোড়েলদের। মানুকুণ্ডুতেও এমন খেলায় প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেটে অংশ নেয় চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়াটারস্টোন কলেজ সাউথ আফ্রিকা। অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটারদের এই প্রদর্শনী ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিল কাতারে কাতারে লোক। ৩৫ ওভারের ম্যাচ জমে উঠেছিল টানটান উত্তেজনায়। শেষপর্যন্ত চন্দননগরের ক্লাবকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসে দক্ষিণ আফ্রিকার দলই। এমন অসাধারণ ম্যাচ উপহার দেওয়ায় কোচ বিশ্বজিতের ভূয়সী প্রসংশা করেন সবাই। তাঁর জন্যই মানকুণ্ডু এই ধরনের অভিনব ক্রিকেটের আয়োজন করতে পেরেছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দেওয়াল ভেঙে ব্যাঙ্কের ৪২টি লকার লুঠ

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর: দু'টি দেওয়াল ভেঙে ব্যাঙ্কে ঢুকে ৪২টি লকার লুঠ করল দুষ্কৃতীরা। রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় হানা দিয়ে কোটি কোটি টাকার গয়না এবং মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের চিনহাট এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কের পাশেই একটি ফাঁকা জায়গা ছিল। রবিবার রাতে সেখান থেকেই প্রথমে ব্যাঙ্কের দেওয়াল ভেঙে দেয় ডাকাতরা। পরে লকার রাখার ঘরের দেওয়াল ভেঙে সেখানে থাকা প্রায় ৪২টি লকারের তালা ভেঙে লুঠপাট চালায়। ওই লকারগুলিতে থাকা নগদ, কোটি টাকার গয়না এবং নানা মূল্যবান সামগ্রী দুষ্কৃতীরা চুরি করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে লকার রাখার ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে। তাদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এবং ডগ স্কোয়াডকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে চুরি হওয়া জিনিসপত্রের সঠিক মূল্য এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।

উত্তরপ্রদেশের এ সংবাদমাধ্যমের এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করা ভিডিও ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ঘটনাস্থল ঘুরে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। যে দেওয়াল ভেঙে দুষ্কৃতীরা ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকেছিল, সেই জায়গাটিতে খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে।

বেপরোয়া ট্রাকের বলি ৩ ফুটপাথবাসী, আহত ৬

পুনে, ২৩ ডিসেম্বর: বেপরোয়া গতির ট্রাক পিষে দিল পরপর ফুটপাথবাসীকে। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারালেন তিনজন। আহত হয়েছেন আরও ছ'জন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে।

রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ কেসনাদ ফতো এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় একটি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করতে রবিবারই অমরাবতী থেকে পুনেতে এসেছিলেন ওই শ্রমিকরা। কাজের পর ওই ফুটপাথের একপাশে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটল বিপত্তি। মত্ত অবস্থায় এক ট্রাক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে একাধিক ঘুমন্ত ফুটপাথবাসীকে পিষে দেন। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দু'জন শিশুও রয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও ছ'জন আহত হয়েছেন। রাতেই তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পরেই ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে ট্রাকটি। চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে দাবি। দুর্ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রেমিকের অন্যত্র বিয়ে ঠিক, পুরুষাঙ্গ কাটলেন প্রেমিকা

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর: আট বছরের প্রেমের পরেও তাঁদের সম্পর্ক মেনে পরিবার না মানায় অন্য মহিলার সঙ্গে প্রেমিকের বিয়ে ঠিক হতেই বিদায় জানাতে এসে প্রেমিকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন তরুণী। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, রবিবার সিভিল লাইনস্ থানা এলাকায় একটি হোটেলে যুবকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়তেই রাগে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তরুণী প্রেমিকের পুরুষাঙ্গ কেটে দেন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, গত আট বছর ধরে যুগলের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক থাকার পরও যুবকের পরিবার তাঁদের এই সম্পর্কে না মেনে সম্প্রতি তারা অন্য পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে ঠিক করেন। পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে নেন যুবকও।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন যুবক। সেই উদ্দেশ্যেই রবিবার হোটেলে ডেকেছিলেন তরুণীকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। রাগের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুবককে আক্রমণ করে তরুণী কেটে নেন তাঁর পুরুষাঙ্গ। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাজার টাকা ভাতা নিচ্ছেন সানি লিওন!

ছত্তিশগড়, ২৩ ডিসেম্বর: মহিলাদের জন্য চলা প্রকল্পে ভাতা নিচ্ছেন প্রাক্তন নীলছবির তারকা সানি লিওন। প্রতি মাসে তাঁর ব্যাঙ্কে ঢুকছে এক হাজার টাকা। এই খবর সামনে আসতেই থ হয়ে গিয়েছেন সকলে।

২০২৪ সালের মার্চে মহিলাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীচালু মহতরী বন্ধন যোজনা প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি মাসে ভাতা বাবদ এক হাজার টাকা করে দেয় রাজ্য সরকার। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা সরাসরি প্রদান করা হয়। ছত্তিসগড়ে এই প্রকল্পের অর্থপ্রাপকদের তালিকা খতিয়ে দেখতেই সামনে আসে প্রতি মাসে ভাতা বাবদ এক হাজার টাকা পাচ্ছেন সানি লিওন।

ছত্তিশগড়ের বাস্তার জেলায় তালুর গ্রামে এই প্রতারণা হয়েছে। তদন্তে নেমে বীরেন্দ্র যোশী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বহুবিবাহে কোটিপতি 'লুটেরি দুলহান' গ্রেপ্তার

দেরাদুন, ২৩ ডিসেম্বর: এ যেন সোনম কাপুর অভিনীত হিন্দি ছবি 'লুটেরি দুলহান' ছবির চিত্রনাট্য। তবে রিল নয় রিয়েল। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন সত্যি করতে ম্যাট্রিমনি সাইটে ঢুকে একাধিক যুবককে বিয়ের প্রস্তাব দেন এক তরুণী। শেষমেশ বহুবিবাহ করে স্বপ্নপূরণও হয় তাঁর। বিয়ে করে ঠকিয়ে কোটি টাকা হাতিয়ে পালিয়ে যেতেন তিনি। একদশক পর পুলিশের জালে সেই 'লুটেরি দুলহান'। তাঁর কীর্তিতে রীতিমতো থ বনে গিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

সূত্রের খবর, ধৃতের নাম সীমা। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে আগ্রার এক নামী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিলেন সীমা। কিছুদিন সংসার করার পরে, ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করে খোরপোশ হিসেবে ৭৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন। ২০১৭ সালে গুরুগ্রামের এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিছুদিন পর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে, ১০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। এরপর ২০২৩ সালে জয়পুরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তৃতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের না করে বরং সুখী দাম্পত্যের অভিনয় করে, সোনার গয়না, ৩৬ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যান সীমা। এই পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সীমাকে গ্রেপ্তার করে জয়পুর পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ম্যাট্রিমনি সাইট খুঁজে পাত্রদের টার্গেট করতেন তিনি। বিশেষত, ডিভোর্সি, স্ত্রী মারা গিয়েছেন এমন ধনী পাত্রদের টার্গেট করে ভিন রাজ্যে গিয়ে বিয়ে করে, টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিতেন।

পানামা ক্যানেলে বাড়ছে চিনা আধিপত্য, ক্ষুব্ধ আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৩ ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ পানামা ক্যানেলে বাড়ছে চিনা আধিপত্য! এই খাল ব্যবহারকারী মার্কিন জাহাজগুলি থেকে অন্যায়ভাবে বাড়তি কর আদায় করা হচ্ছে। প্রশান্ত এবং অতলান্তিক মহাসাগরকে যুক্ত করা এই খাল পরিচালনায় চিনের খবরদারি বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তা দিলেন আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানিয়ে দিলেন, যদি পানামা প্রশাসন সঠিকভাবে এই খাল পরিচালনা করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমেরিকা সেটি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানাবে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য দিয়ে নির্মিত দুই মহাসাগরের সংযোগ পথ পানামা খাল বিশ্ব বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ৮০ কিমি দীর্ঘ এই খাল নির্মাণের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূল আর ঘুরতে হয় না জাহাজগুলিকে। ফলে সময়ের পাশাপাশি জ্বালানিও বাঁচে। ১৯১৪ সালে আমেরিকা এই খাল নির্মাণের পর দীর্ঘ বছর পানামা ও আমেরিকা যৌথভাবে খালটি পরিচালনা করে পরে ১৯৯৯ সালে খালটি পুরোপুরি পানামা সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৫ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয় এই খাল পথে। তবে অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব বাণিজ্যের লক্ষ্যে চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এর (বিআরআই) মাধ্যমে এই খাল পরিচালনায় প্রভাব বাড়াতে শুরু করেছে চিন। তাতেই ক্ষুব্ধ আমেরিকা।

চিনের প্রভাবের জেরেই পানামা খাল ফেরত নেওয়ার বার্তা দিয়ে সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, এই খালপথ ব্যবহারে আমেরিকার থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করছে পানামা। তাঁর কথায়, আমাদের নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় এবং অবিবেচক আচরণ করা হচ্ছে। আমাদের দেশকে নিয়ে এ ভাবে ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। পানামা সরকারকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, এই খাল পরিচালনার অধিকার শুধুমাত্র পানামা সরকারের। চিন বা অন্য কারও নয়। পানামা যদি খাল পরিচালনা সঠিকভাবে করতে না পারে সেক্ষেত্রে তার অধিকার জানাব আমরা। আমরা দাবি জানাব, বিনা প্রশ্নের পানামা খাল আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্পের এহেন বার্তাকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন পানামার প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো। আমেরিকার নাম না করেই রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, পানামা খাল ও এর-সংলগ্ন এলাকার প্রতি বর্গমিটার পানামার স্বত্বাধীন। ভবিষ্যতেও এই অঞ্চল পানামার স্বত্বাধীনই থাকবে।

PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
PANCHGRAM, NABAGRAM. Murshidabad
e-NIT No. 04/PGP/15th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024 & e-NIT No. 05/PGP/15th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024 & e-NIT No. 06/PGP/5th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024 & e-NIT No. 07/PGP/15th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024 & e-NIT No. 08/PGP/15th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024 & e-NIT No. 09/PGP/5th FC/2024-25, Dt. 20/12/2024
Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. Website - **htpp://wbtenders.gov.in.** Details information is available at the website and the undersigned on any working days.
Tender ID: 2024_ZPHD 789142_1 to 2024 ZPHD 789142_10 & 2024 ZPHD 789148_1 to 2024_ZPHD 789148_2 & 2024 ZPHD 789150_1 to 2024 ZPHD 789150_3 & 2024 ZPHD 789152_1 to 2024_ZPHD 789152_5 & 2024 ZPHD 789154_1 to 2024 ZPHD_789154_4 & 2024 ZPHD 789157_1 to 2024_ZPHD_789157_3
Sd/- Prodhan
Panchgram Gram Panchayat
Panchgram, Nabagram, Murshidabad.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER (2nd call)
N.I.E. ET. No. 11/WS/Eng/24 Dt. 30.08.24
N.I.E. ET. No. 24/WS/Eng/24 Dt. 27.09.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY
1. Desilting & diverting the polluted drain, community green spaces (Plantation) starting from Ramnagar road to Lalpole at Barma Colony Pond under water body rejuvenation project (AMRUT 2.0), Ward No. - 19, Within Bongaon Municipality.
Tender reference- WBMAD/AMRUT/NIT/35/BM/2024-25/PWD (3rd call)
Date: 23.12.2024
Tender ID- 2024_MAD_789357_1
1. Bid Submission Start date: **23.12.2024 at 18.00.** 2. Pre-bid meeting date: **07.01.2025 at 14.00.** 3. End date: **15.01.2025 at 18.00.** 4. Bid opening date: **17.01.2025 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এম_সিএএমসি_এইচএবিডি_কেজিপি_২০২৪, তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তার অবস্থানঃ** ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য কোকপাড়া-চাকুলিয়া (কিমি-১৮৭/২৮-৩০ ডাউন, এলসি গেট-১১০-এর নিকট, কোকপাড়া-চাকুলিয়া সেকশন), কেশবপুর ইয়ার্ড কিমি-৩০/৩০-৩২ ডাউন, হলদিয়া-তমলুক সেকশন), হলদিপাড়া ইয়ার্ড (কিমি-২১৮/২৮-২৬ ডাউন, হলদিপাড়া-রূপা সেকশন) এবং হাউর ইয়ার্ড (কিমি-৮০/১৩-১৫ আপ, পাঁশকুড়া-খড়গপুর সেকশন)-এ অবস্থিত অটোম্যাটিক অ্যাক্সেল/বিয়ারিং টেম্পারেচার মেজারমেন্ট ও রেকর্ডিং সিস্টেম (এইচএবিডি)-এর জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৪২,৪৮,৯৪৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৮৫,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০১.২০২৫ বিকাল ৪টা। ওয়েবসাইট-এর বিবরণঃ **www.ireps.gov.in**। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.১২.২০২৪।
(PR-939)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ কো-অর্ডিনেশন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার উঃ-দঃ করিডোরের বিভিন্ন সাব-স্টেশনে ৩৩ কেভি জিআইএস-এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,৯৯,৭৩,০০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০১.২০২৫-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১৩৪_জিআইএস_ডিটি_১৮-১১-২৪
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

CHAKDAHA MUNICIPALITY
Chakdaha Municipality invites quotation vide **quotation no.09/ Electrical Materials/C.M/ 2024-2025, Dt:-21.12.2024 & 10/Elec.(LED Flood Light)/C.M/2024-2025, Dt:-21.12.2024** for supplying of electrical materials. For further information please visit Chakdaha Municipal official notice board or Chakdaha Municipal office.
Sd/-
Chairman

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
WB-HMC/TN/ED/S&D/17/2024-2025 তারিখ : ২১.১২.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-হাওড়া পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে -গালিপিট কভার সহ স্ল্যাব, নিকাশি নির্মাণ এবং সংস্কার এবং ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের জরুরি কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওয়েবসাইট : www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১০.০১.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৩০ (৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২৩/১২/২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/024(e)/2024-25dt23.12.2024
1. Sinking of tube well (50 mm x 100 mm) including supplying and installation of 2h.p. Submersible pump at new digha on the existing lease hold land of Uttarpara. Bid Submission Closing Date: **03/01/2025**. For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
U.K. Municipality

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-26/24-25, Memo No-539,Date-20.12.2024, WBPMID/BASU/GP/NIT-27/24-25, Memo No-540,Date-20.12.2024, WBPMID/BASU/GP/NIT-28/24-25, Memo No-541,Date-20.12.2024, WBPMID/BASU/GP/NIT-29/24-25, Memo No-542,Date-20.12.2024
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **24/12/2024**. Bid Submission End Date : **31/12/2024** and Bid Opening Date : **03/01/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 47/WS/Eng/24 Dt. 19.12.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 222 to 224/2024-2025 Dated. 23-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, Burdwan and Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **10-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 23.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/ Development Grant /N.I.T– 05 (3rd Call)/2024-25 Memo No.-2824/PWD/BM/2024-25 Dated. 12.12.2024
Name of the Work:- 2 (Two) Nos. work- (i) Reapiring of Cement Concrete road with Mastic Asphalt Top in Ward No. 8 under Bolpur Municipality (ii) Repairing of Cement concrete Road with R.C.C. Slab in Ward No. 9 under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission **12.01.2025** For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Construction of Drain from Niranjan Shee House to outlet at Schoolpara, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-93/24-25
Tender ID : 2024_MAD_789583_1 • Estimated Amount : 1,52,001/-
2) Name of the Work: Laying of 50 mm Dia. PVC line Joining with 300 mm Dia. CI line at Pragatipally, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-165/24-25
Tender ID : 2024_MAD_789460_1 • Estimated Amount : 1,69,235/-
3) Name of the Work: Laying of 50 mm Dia. PVC Pipe including Supplying, Fitting and Fixing at Khoirasol Idgah Kabarsthan, Ward- 28 DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-164/24-25
Tender ID : 2024_MAD_789429_1 • Estimated Amount : 1,46,948/-
4) Name of the Work: SITC of 1.5 tr Split. AC along with alied Electrical Works at UPHC- 4 (at Ward No.- 24, MAMC), UPHC- 11 (at Ward No.- 18, Prantika), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-63/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_789367_1 • Estimated Amount : 1,29,200/-
5) Name of the Work: Repairing of Drain with Stiffner at Gopalmath Sujara Plot, Bauri Para, near Purnabad Primary School within Ward No.- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-63/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_789296_1 • Estimated Amount : 2,61,631/-
Last Date : 31st December 2024, up to 5:00 pm **Sd/-**
For details : **wbtenders.gov.in** **Executive Engineer, M.E.DTE, DMC**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

ওপেন সিগন্যালের বিচারে টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ‘ভিআই’

শুভাশিস বিশ্বাস

ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটরদের মধ্যেই ভোডাফোন আইডিয়া ওরফে ভিআই, কারণ, টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র নভেম্বরের রিপোর্ট বলছে যে, কলকাতায় ভিআই-এর গ্রাহক সংখ্যা ৪৪ লক্ষ। বাকি বাংলায় সেই সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

ভিআই-এর তরফ থেকে ভোডাফোন আইডিয়ার বাংলা, অসম এবং উত্তর পূর্ব ভারতের বিজনেস হেড নবীন সিংভি জানান, ‘আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কলকাতা ও বাংলায় গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ায় আমরা দুর্দান্ত পারফর্ম করেছি নভেম্বরে। বিদেশি সংস্থা ওপেনসিগন্যালের বিচারে ৪জি ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স, ৪ জি লাইভ ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স, ৪ জি গেমস এক্সপেরিয়েন্স, ফোরজি গেমস এক্সপেরিয়েন্স, ফোরজি ভয়েস এক্সপেরিয়েন্স, ফোরজি ডাউনলোড স্পিড, ও ফোরজিআপলোড স্পিডের মতো বিভাগ গুলোতে আমরাই সবার থেকে এগিয়ে। আর এই রিপোর্ট ওপেনসিগন্যালের ওয়েবসাইটেই রয়েছে।’

এখানে এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, মার্কিনি অ্যানালিটিক্স কোম্পানি ওপেনসিগন্যাল। মোবাইল নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতার পরিমাপক হিসেবে যারা কাজ করে।

এই প্রসঙ্গে নবীন এও জানান, এটি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য ভি -এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই স্বীকৃতি। এই প্রচেষ্টার জেরে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে এল-৯০০, এল-১৮০০, এল- ২১০০ স্পেকট্রাম ব্যান্ড-এ ভি তার ফোর-জি ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং ১২,০০০ এরও বেশি ফোর-জি সাইটের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক কভারেজ এবং দ্রুত ইন্টারনেট স্পিড নিশ্চিত করেছে।

পাশাপাশি নবীন এও জানান, যেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অপারেটররা আরও উন্নত মানের ফাইভ জি পরিষেবা দেওয়ার লড়াইয়ে, সেখানে তাঁরা ৪জি-তেই পড়ে থাকার কারণ, ‘মানুষ ৪জি বা ৫জি নিয়ে ভাবিত নন, তাঁরা বোঝেন ডেটা এক্সপেরিয়েন্স। ৫জি নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম চলছে ঠিকই, আমরাও পিছিয়ে নেই। তবে এই মুহূর্তে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি ৪জিকেই। আমরা ৫জি নিয়ে সে অর্থে এখন-ই ভাবিতই নই, গ্রাহকদের রিপোর্ট পেয়ে বুঝেছি যে, তাঁদের অধিকাংশই ৪জিতে রয়েছেন।’ নবীনের মতে বাকি অপরেটাররাও আগের মতো আর ৫জি নিয়ে মাতামাতি করছে না। সবাই কম-বেশি ধীরে চলো নীতি নিয়েছে।

পাশাপাশি ভোডাফোন-আইডিয়ার তরফ থেকে এও জানানো হয়, কোভিড পরবর্তী সময়ে ভোডাফোন আইডিয়া আর কোনও স্টোর খোলেনি শহরে। কিন্তু আগামী বছর ফেব্রয়ারি-মার্চের মধ্যেই কলকাতাতে তৈরি হবে আরও ৯টি ভিআই স্টোরস। এই মুহূর্তে বাংলায় ভিআই স্টোরস রয়েছে ৩৬টি। ফলে সেই সংখ্যা হবে ৪৫। ভিআই মিনি স্টোরস রয়েছে ৭৭টি, ভিআই শপসের সংখ্যা ৩১৫।

নবীন জানালেন যে, তাঁদের প্রিপেইড গ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ভিআই সুপার হিরো প্ল্যান। এতে ৩৬৫ টাকায় ২৮ দিনের রিচার্জ করালে রাত ১২টা থেকে পরেরদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত আনলিমিটেড কলিং থাকছে যে কোনও নেটওয়ার্কে। প্রতিদিন থাকছে ২ জিবি করে ডেটা। কোনও কারণে সোম থেকে শুক্রর মধ্যে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহার করা না হলে, সেই ডেটা রোলওভার হয়ে যাবে উইকেন্ডের জন্য। ওদিকে ন্যূনতম ২৯৯ টাকার রিচার্জ করালেই, ভিআই অ্যাপে গিয়ে আগামী ১৩ মাসের জন্য ১৩০ জিবি ডেটা ফ্রি-তে পাওয়া যাবে। প্রতি মাসে ১০ জিবি করে। এছাড়াও মাসে দু’বার আপত্ কালীন ডেটা নেওয়া যাবে। নবীনের মতে পোস্টপেইড গ্রাহকদের জন্য দারুণ প্যাকেজ রেড-এক্স, মাসিক ১২০১ টাকার রিচার্জে আনলিমিটেড কল, আনলিমিটেড ডেটার সঙ্গেই থাকে ৩০০০ এসএমএস। এর সঙ্গেই এই প্ল্যানে রয়েছে নেটফ্লিক্স বেসিক,অ্যামাজন প্রাইম,ডিজনি এবং হটস্টার ও সোনি লাইভ প্রিমিয়াম -এর মতো পছন্দের ওটিটি মঞ্চ।

গত কয়েকদিন যাবৎ বেশ সমস্যা হচ্ছে ভোডাফোন সহ আরও বেশ কয়েকটি নেটাওয়ার্কে। তবে এমন সমস্যা আরও কোনও ভাবেই থাকবে না বলেই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ভোডাফোন-আইডিয়ার তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, ভি গ্রাহকদের আরও শক্তিশালী ইনডোর কভারেজ প্রদান করতে, ৬৮০০-রও ফোর-জি বেশি সাইটে নতুন ৯০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রামের স্তর যোগ করেছে। এলাকায় নেটওয়ার্ক সংযোগ শক্তিশালী করতে বড় সংখ্যক নতুন সাইটও যুক্ত করেছে। নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটিকে আরও শক্তিশালী করতে, ভি আগামী মাসগুলোতে এই দুই সার্কেলে প্রায় ১, ০০০ নতুন সাইট যোগ করার পরিকল্পনা করছে, যা গ্রাহকদের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য এবং দ্রুত সংযোগ নিশ্চিত করবে।

জিএনআইওটির উদ্যোগে হয়ে গেল কলকাতা অ্যাসোসিয়েট মিট-২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিএনআইওটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা অ্যাসোসিয়েট মিট ২০২৪-এর আয়োজন করেছিল। এই ইভেন্টটির লক্ষ্য ছিল একাডেমিক এবং শিল্প সহযোগীদের সাথে গভীর সহযোগিতা, আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং একটি কৌশলগত তালিকা তৈরি করা। শিক্ষা এবং পেশাগত উন্নয়নের ভবিষ্যতের জন্য কোর্স। গ্রেটার নয়ডা, দিল্লি-এনসিআর-এ অবস্থিত জিএনআইওটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন হল একটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা প্রকৌশল, ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিস্তৃত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স অফার করে। আর এরই মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা দেশ ও সমাজকে পথ দেখাবেন তাঁদের তৈরি করাই লক্ষ্য জিএনআইওটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ক্যারিয়ার পরামর্শদাতা, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন ছাত্র সহ স্টেকহোল্ডাররা।

এমনই এক প্রেক্ষিতে কলকাতা অ্যাসোসিয়েট মিট ২০২৪ এক অর্থপূর্ণ কথোপকথন, ধারণা বিনিময় এবং সম্প্রদায়-নির্মাণের জন্য প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করেছে। একাডেমিয়া এবং শিল্পের মধ্যে ব্যবধান কমাতে, জিএনআইওটি-র শিক্ষাগত দর্শনের প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন জিএনআইওটি-র চেয়ারম্যান ডঃ রাজেশ গুপ্তা। ইভেন্টে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, জিএনআইওটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের চেয়ারম্যান ড. রাজেশ কুমার গুপ্ত, সততা, উদ্ভাবন এবং মূল্যবোধের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারের কথাই তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে এও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু শিক্ষা প্রদান নয়, শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও সম্পদ প্রদান করা। কলকাতার শিক্ষার্থীদের সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে এবং জিএনআইওটি তাদের সঠিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সিইও স্বদেশ কুমার সিং অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান, ‘মিডিয়া আজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করছে। এটি বিশ্বের বড় পরিবর্তনের সাথে ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের সংযোগ করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে।’ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ভূপেন্দ্র সোম ইনস্টিটিউটের অর্জন ও নতুন উদ্যোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘জিএনআইওটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচির আয়োজন করে যাতে শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা যায়। এর আওতায় শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সাথে বিনিময় কর্মসূচির অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়। এটি তাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবসায়িক জগতের চাহিদা বুঝতে সাহায্য করে।’

আইইআই এর উদ্যোগে ইন্ডাস্ট্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) তাদের ১৭তম আইইআই ইন্ডাস্ট্রি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ এবং ৪র্থ আইইআই ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ আয়োজন করল। এই বছরের থিম ছিল ‘ইঞ্জিনিয়ারিং ইনোভেশন, শেইপিং ইন্ডিয়াজ ফিউচার অ্যাজ আ গ্লোবাল লিডার’, যা প্রকৌশল প্রতিভা এবং শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপনের একটি অনন্য উদাহরণ। এই ইভেন্ট ভারতের স্থায়িত্ব, ডিজিটাল রূপান্তর, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং শিক্ষাগত সংস্কারগুলির ক্ষেত্রে প্রগতির উপর আলোকপাত করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার বিআরভি সুশীল কুমার, ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তেলেঙ্গানা মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। এর পাশাপাসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপন মিশ্র, সিসির রাডার-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসরো-র স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের প্রাক্তন পরিচালক। তাঁদের বক্তব্যে প্রকৌশলের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প এবং অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রকে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার বিআরভি সুশীল কুমার জানান, ‘প্রকৌশল ভারতের উন্নয়ন যাত্রার মেরুদণ্ড। এই মঞ্চ দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রতিভা, উদ্ভাবন এবং প্রতিশ্রুতি উদযাপন করে। স্থায়িত্ব, শিক্ষা এবং ডিজিটাল রূপান্তরের উপর আইইআই-এর মনোযোগ একটি এমন আন্দোলন তৈরি করেছে যা ভারতের ভবিষ্যৎকে একটি বিশ্বে পথপ্রদর্শক হবে।’

এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রঙ্গা রেড্ডি বলেন, ‘এই পুরস্কারগুলি শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপন করবে এমন নয়, এটি চিন্তাভাবনা এবং পদক্ষেপের জন্য একটি মঞ্চ। স্থায়িত্ব, ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মতো বিষয়গুলি ভবিষ্যতের উদ্ভাবনকে অনুপ্রাণিত করবে।’

আইইআই ইন্ডাস্ট্রি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ বিভিন্ন সেক্টরে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানিত করা হল

- প্ল্যাটিনাম ক্যাটেগরিতে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, বেঙ্গালুরু, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, সেলাম, আফকন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, মুম্বই, এবং মেকন লিমিটেড, রাঁচি। প্রকৌশল উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ এবং পরামর্শ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কৃত হয়।
- গোল্ড ক্যাটেগরিতে কিরলোস্কর ব্রাদার্স লিমিটেড, পুনে, এবং ওয়াপকস লিমিটেড, গুরগাঁও, তাঁদের অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়।
- সিলভার অ্যাওয়ার্ড পায় ONGC ত্রিপুরা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, তাদের প্রকৌশল উত্পাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য।

IEI ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ শিক্ষাগত উৎকর্ষতা এবং উদ্ভাবনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মানিত করেছে

- প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ডস SRM ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তামিলনাড়ু, থিয়াগরাজর পলিটেকনিক কলেজ, এবং মোদী ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, রাজস্থান-কে তাঁদের যথাযথ বিভাগে পুরস্কৃত করে।
- গোল্ড অ্যাওয়ার্ডস ভেল টেক রঙ্গরাজন ডঃ সাগুন্থলা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তামিলনাড়ু, এবং পদ্মশ্রী ডঃ)ঙ্ক কোল্টে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, মহারাষ্ট্র পায়।
- সিলভার অ্যাওয়ার্ডস সোনা কলেজ অফ টেকনোলজি, তামিলনাড়ু, এবং শ্রী বিষ্ণু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ফর উইমেন, অন্ধ্রপ্রদেশ তাদের শিক্ষাগত প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হয়।

গঠনমূলক প্যানেল আলোচনা এই অনুষ্ঠানে চারটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রকৌশল এবং শিক্ষাক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল টেকসই উন্নয়ন এবং শিল্প বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, শিল্প প্রতিযোগিতার জন্য ডিজিটাল রূপান্তর এবং ডেটা ইন্টেলিজেন্সের ভূমিকা, NEP 2020-এর শিক্ষা এবং শিল্প সহযোগিতার উপর প্রভাব, এবং কর্পোরেট, MSMEs, এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়ন। এই আলোচনাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা তাদের অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেন, যা ভারতের প্রকৌশল ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এসইউভিতে মজেছে বাঙালি

গত কয়েক বছর ধরে, বাঙালি মজেছে এসইউভি-তে। ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে, ভারতে মোট গাড়ি বিক্রির ৫২ শতাংশই ছিল এসইউভি। পরিসংখ্যান বলছে, গোটা বছরে বাঙালিরা বেছে নিয়েছে বিভিন্ন সব গাড়ি। সস্তায় দুর্দান্ত সব ফিচার রয়েছে, এমন সব গাড়ির বিক্রি বেড়েছে চলতি বছরে। চলতি বছর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ৫টি গাড়ি হল,

হুন্ডাই ক্রেটা

কমপ্যাক্ট এসইউভি সেগমেন্টে আসা, হুন্ডাই ক্রেটা চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪-এ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া মডেল। ১৬,০০০ ইউনিট বিক্রি হয়েছে। এর দাম ১১ লাখ থেকে ২০.১৫ লাখ টাকা। এতে দু'টি পেট্রোল ইঞ্জিন এবং একটি ডিজেল ইঞ্জিন অপশন রয়েছে। ফলে বহু মানুষেরই পছন্দের এসইউভি এটি।

মারুতি সুজুকি বালেনো

মারুতি থেকে প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক আগের তুলনায় ১৩.৭৮ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। ১৪,৮৯৫ ইউনিট বিক্রি করে, ব্যালেনো ২০২৩-এর ১৪,০৭৭ ইউনিট থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে চলতি বছরে। ২০২৪-এ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া গাড়ির তালিকায় রয়েছে এটি। গাড়িটির দাম ৬.৬৬ লাখ টাকা থেকে ৯.৮৮ লাখ টাকা। পেট্রোল এবং সিএনজি, এই দুই অপশনই রয়েছে।

টাটা পাঞ্চ

টাটা মোটরসের মাইক্রো এসইউভিটি ভারতীয় গাড়ি ক্রেতাদের মধ্যে যে অত্যন্ত জনপ্রিয় তা আবার প্রমাণিত হল চলতি বছরে এর বিক্রি থেকে। গাড়িটির দাম ৬.১৩ লাখ টাকা থেকে ১০.২০ লাখ টাকা পর্যন্ত। আর এর ইলেকট্রিক ভার্সনের দাম ১০.৯৯ লাখ টাকা থেকে ১৫.৪৯ লাখ টাকা।

মারুতি সুজুকি সুইফট

মারুতি তার জনপ্রিয় ব্র্যান্ড সুইফটকে আপডেট করার পর চলতি বছরে এর বিক্রি বেড়েছে লক্ষণীয় ভাবে। মানুষের কাছে অত্যন্ত পছন্দের গাড়ি এটি। ২০২৪-এ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া গাড়ির তালিকায় রয়েছে এটিও। এতে একটি নতুন ১.২-লিটার ৩-সিলিন্ডার পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রান্সমিশন অনুসারে, একটি ৫-স্পিড ম্যানুয়াল বা ৫-স্পিড এএমটি বেছে নেওয়া যাবে। এর দাম ৬.৪৯ লাখ টাকা থেকে ৯.৬৪ লাখ টাকা।

টাটা নেক্সন

টাটা নেক্সন গাড়িটি লঞ্চ করার পর থেকেই, মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই মডেল। আর তারই জেরে ভারতের বাজারেও পায় বিরাট সাফল্য। এরপর এর ইলেকট্রিক ভার্সনও বাজারে এনেছে কোম্পানিটি। এই এসইউভিটিও চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪-এ প্রচুর মানুষ কিনেছে। এর দাম ৮ লাখ টাকা থেকে ১৫.৭৯ লাখ টাকা। আর ইলেকট্রিক ভার্সনের দাম ১৪.৪৯ লাখ টাকা থেকে ১৯.৪৯ লাখ টাকা।